শ্রীশ্রীবৈষ্ণবব্রতদিন-ব্যবস্থা।

প্রভুপাদ

শ্রীল হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী

প্রণীত।

শ্রীপাট আড়িয়াল (ঢাকা)।

প্রকাশক :—

শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

ঈশ্বর-পাঠশালা, কুমিল্লা।

 [মূল্য ॥০ আট আনা।]

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তদীয় প্রখ্যাত-নামা পার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামি মহোদয়দ্বয় শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস নামে যে সটীক বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে মহাদ্বাদশ্যাদি বৈষ্ণবব্রত দিন নির্ণয়ের পরিচ্ছেদ (উল্লাস) গুলি অনেকের নিকটেই জটিল বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং ব্রতদিন নির্ণয়ে বৈষ্ণব পণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রায়শঃই মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই বিষয়ে সময়ে সময়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ও সময়ে সময়ে মীমাংসা পুস্তিকাদিও বিরচিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি মহাশয়ের সুবিচারপূর্ণ ও গবেষণাময় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, এই জটিল তর্কপূর্ণ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর শিরোমণি মহাশয় যে, সকল সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শাস্ত্রবিচারলব্ধ সুসিদ্ধান্তের নিদর্শন। আমি এক্ষণে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত। এই দ্ব্যশীতিতম বর্ষে শিরঃপীড়া প্রভৃতি দৈহিক রোগে শয্যাগত থাকিয়াও শ্রীযুক্ত শিরোমণি মহোদয়ের এই গবেষণাময় সুবিচার-পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে আমা-দের দেশের বৈষ্ণবব্রতপরায়ণ নরনারীগণের বহুল সন্দেহ নিরসনের উপায় হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। এতৎসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার ছিল; কিন্তু রোগ ও জরা নিবন্ধন অসমর্থতায় আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

১৬ই ফাল্গুন
১৩৩৬ সাল

শ্রীরসিকমোহন দেবশর্ম্মা।
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস—বৈষ্ণব মাত্রেরই অতি উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ইঙ্গিতক্রমে শ্রীগোস্বামি-পাদদ্বয় সর্ব্বত্র পুরাণ-বচন-প্রমাণমূলে এই শ্রীবৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থ খানা সটীক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে স্নান, আহ্নিক, পূজা, দীক্ষা, পুরশ্চরণ, একাদশীর উপবাস, মহাদ্বাদশীর ব্রতব্যবস্থা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতনির্ণয়, দেব-প্রতিষ্ঠা, দেবগৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সুবিন্যাস রহিয়াছে। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বহু বৈষ্ণব সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং বিশেষতঃ শ্রীগ্রন্থখানি দার্শনিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ থাকায় সংস্কৃত ভাষাবিদ্‌দিগেরও সময়ে সময়ে অর্থ গ্রহণ করিতে কষ্ট হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামি পাদ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ এই গ্রন্থখানি তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হন নাই। পরিশেষে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার পরে বহু দুঃখ সহকারে তিনি পাণ্ডুলিপিখানি এই হতভাগ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রকাশ করিবার আদেশ করেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে আমি নেহাত শিশু হইয়াও শ্রীপ্রভুপাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বহু কষ্টে ইহার পাণ্ডুলিপি পুনরায় পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সহকারে প্রস্তুত করি। "শ্রবণাদ্বাদশী" প্রকরণ আলোচনা করিতে যাইয়া আমাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছে; কেননা, ঐ একদিনে শ্রীবামন পূজা, দ্বিবিধ বিষ্ণুশৃঙ্খল, এবং অন্যান্য (তিথি ঘটিত) মহাদ্বাদশীরও সংঘটন হইতে পারে। আমার অজ্ঞতা বশতঃ দৃষ্ট-পূর্ব্ব-শ্রীচরণ বহু বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাজনেরও শরণ লইয়াছি বটে,

কিন্তু দুই একজন ব্যতীত আর সকলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামিপাদ ও অশেষ শাস্ত্র-পারদর্শী স্বনাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এই দুই মহাশয়ই গ্রন্থখানি আমূল দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামিপাদের নিকট আমি শিবরাত্রি ব্রত বিষয়ে এবং শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শ্রবণাদ্বাদশীব্রত ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে তাঁহার "শ্রবণাদ্বাদশী" বিষয়ক প্রবন্ধটীও গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছি। আমি শ্রীপাদ গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে উঁহাদের উভয়ের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানিতে সাধারণতঃ ব্রতদিনের নির্ণয়ই করা হইয়াছে, বিধি বা প্রয়োগ লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তজ্জন্য মূলগ্রন্থই অন্বেষণীয়। গ্রন্থখানি যাহাতে সুখবোধ্য হয়, তজ্জন্য মূল সূত্রগুলির সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া অঙ্কপাত পূর্ব্বক স্থল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি ইহাতে বৈষ্ণবদিগের অণুমাত্রও সাহায্য হয় তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

মানব মাত্রেরই ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পারে। এই ত্রুটি বিচ্যুতির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। যদি ভ্রম প্রমাদ কোথাও পরিলক্ষিত হয়, তবে সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে যুক্তিসহ জানাইলে অন্য সংস্করণে গ্রন্থশোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব। ইতি

বৈশাখ-- ৪৪৪ গৌরাব্দ
কুমিল্লা, ঈশ্বরপাঠশালা

ভক্ত দাসানুদাস—
শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

কিন্তু দুই একজন ব্যতীত আর সকলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামিপাদ ও অশেষ শাস্ত্র-পারদর্শী স্বনাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এই দুই মহাশয়ই গ্রন্থখানি আমূল দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামিপাদের নিকট আমি শিবরাত্রি ব্রত বিষয়ে এবং শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শ্রবণাদ্বাদশীব্রত ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে তাঁহার "শ্রবণাদ্বাদশী" বিষয়ক প্রবন্ধটীও গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছি। আমি শ্রীপাদ গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে উঁহাদের উভয়ের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানিতে সাধারণতঃ ব্রতদিনের নির্ণয়ই করা হইয়াছে, বিধি বা প্রয়োগ লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তজ্জন্য মূলগ্রন্থই অন্বেষণীয়। গ্রন্থখানি যাহাতে সুখবোধ্য হয়, তজ্জন্য মূল সূত্রগুলির সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া অঙ্কপাত পূর্ব্বক স্থল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি ইহাতে বৈষ্ণবদিগের অণুমাত্রও সাহায্য হয় তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

মানব মাত্রেরই ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পারে। এই ত্রুটি বিচ্যুতির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। যদি ভ্রম প্রমাদ কোথাও পরিলক্ষিত হয়, তবে সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে যুক্তিসহ জানাইলে অন্য সংস্করণে গ্রন্থশোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব। ইতি

বৈশাখ-- ৪৪৪ গৌরাব্দ
কুমিল্লা, ঈশ্বরপাঠশালা

ভক্ত দাসানুদাস—
শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

সূচীপত্র।

গুরুদেবং তথাগৌরং গদাধরং শ্রিয়াম্বিতম্ ।
রাধাং কৃষ্ণঞ্চ তদ্ভক্তান্ নত্বেয়ং লিখ্যতে ময়া ॥১॥
বৈষ্ণবাণাং ব্রতাদীনাং ব্যবস্থা বিধিসম্মতা ।
হরিভক্তিবিলাসাদীন্ গ্রন্থান্ দৃষ্ট্বা সমাসতঃ ॥২॥
আজ্ঞয়া বৈষ্ণবাদীনামজ্ঞেন বিজ্ঞ বৈষ্ণবৈঃ ।
অত্র দোষাদয়ো যে যে ক্ষম্যন্তাং স্বগুণৈর্বুধৈঃ ॥৩॥

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্।

অথ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ব্রতদিন-ব্যবস্থা ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদিগের উপবাস-ব্রতাদির বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমেই '**বৈষ্ণব**' কাহার নাম, তাহা বিশদরূপে লিখার একান্ত আবশ্যক।

তথাহি বৈষ্ণবলক্ষণং—

বিষ্ণুর্দেবতা অস্য ইতি বৈষ্ণবঃ। দেবতেতি ইষ্টদেবত্বে উপাস্য-দেবত্বে প্রয়োগঃ ইতি বৈয়াকরণচরণাঃ। অর্থাৎ বিষ্ণু যাঁহার ইষ্টদেবতা, যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারই নাম—**বৈষ্ণব**। যথা—পাদ্মে উত্তর খণ্ডে ৯৯ তম অধ্যায়ে—

যদ্বিষ্ণূপাসনা নিত্যং বিষ্ণুর্যস্যেশ্বরো মুনে।
পূজ্যো যস্যৈকবিষ্ণুঃ স্যাদিষ্টো লোকে স বৈষ্ণবঃ।
বিষ্ণোরুপাসকো দাস **স্তন্মন্ত্রেষ্ট** স্তদাশয়ঃ।
তস্মাত্তু বৈষ্ণবং লোকে বিষ্ণুসেবাপরায়ণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৮—১২।১৩২

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুসেবাপরোনরঃ।
বৈষ্ণবশ্চাত্র সংগ্রাহ্যঃ স্কান্দাদ্যুক্তানুসারতঃ।

তথা চ স্কান্দে—

পরমাপদমাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু
যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী॥

ইত্যাদি বহুল প্রমাণ লিখিত আছে; বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে উল্লেখ করা গেল না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দনও বৈষ্ণব-লক্ষণ লিখিতে যাইয়া শ্রীএকাদশীকেই আশ্রয় করিয়াছেন, যথা—তত্ত্বসাগরে—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথৈব সা।
তুল্যে তে মনুতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে॥
(হ, ভ, বি, ১২।২২)

এইক্ষণে উপরি কথিত মহর্ষি-বচন দ্বারা শ্রীপাদ গোস্বামী ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ স্থির করিলেন যে, যিনি শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঘোরতর বিপদে অথবা পরমানন্দের সময়েও একাদশীব্রত পরিত্যাগ না করেন—তাঁহার নাম বৈষ্ণব। অতএব শাস্ত্রে লিখিত একাদশীর উপবাস দিনে বিধি-নিষেধ যিনি প্রতিপালন করেন—তিনিই বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবও আবার অবস্থা-ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। *

---

* 'বৈষ্ণবের ভেদ' কথাটী শুনিতে আপাততঃ বিসদৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু "অবৈষ্ণবাশ্চ যে সর্ব্বে ন শ্রাদ্ধার্হাঃ কদাচন"—এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের শ্রাদ্ধ বর্জ্জিত হয়। কাজেই বৈষ্ণবের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই মতে আমরা বৈষ্ণবের

(১) **ক্রিয়াপ্রাপ্ত বৈষ্ণব** :—যাঁহারা মহাগুরু নিপাতাদিতে ব্রহ্মচর্য্য ও একাদশীর উপবাসাদি করিয়া পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাধিকারী হন।

(২) **দ্বিজাতি বৈষ্ণব** :—যাঁহারা বৈদিক গায়ত্রী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের উপাসনা করেন (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য)।

উক্তঞ্চ—

বেদবিধ্যোপনীতা যে **দ্বিজা** স্তে বৈষ্ণবাঃ স্মৃতাঃ।
উপাসতে হি গায়ত্র্যা সূর্য্যাবৃতং জনার্দ্দনম্।
সবিতৃমণ্ডলে তিষ্ঠন্নারায়ণং জগৎপ্রসূম্॥

অস্যার্থ—যেহেতু বেদমাতা গায়ত্রী দ্বারা সূর্য্যাবৃত জনার্দ্দনকে উপাসনা করা হয়, অতএব উপনীত দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) মাত্রই বৈষ্ণব। †

(৩) **সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব** :—যাঁহারা সম্প্রদায়ী গুরু হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের বিধানানুসারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ যুগানুবর্ত্তী যুগাবতারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উপাসনা করেন।

ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। (১) ক্রিয়াপ্রাপ্ত বৈষ্ণব, (২) দ্বিজাতি বৈষ্ণব ও (৩) সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।

† তথা চ রুদ্রযামলে—

বেদমাতা চ গায়ত্রী বিষ্ণু-হৃদয় সম্ভবা।
পরমা বৈষ্ণবী হ্যেষা বিষ্ণুরূপা সনাতনী॥
তদুপাসনা নিরতা ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবা মতাঃ।
যেষাং নাস্ত্যাদরস্তত্র ত এবাবৈষ্ণবাঃ স্মৃতাঃ॥

"নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।" এবং "কলৌ তন্ত্রানুসারতঃ।" ইত্যাদি বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু বৈষ্ণব মাত্রেরই স্বরূপলক্ষণ—"নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু"

ন তেষামধিকারোঽস্তি পুরুষোত্তমপূজনে।
তেষাং গৃহে ন ভোক্তব্যং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণৈঃ॥

মোট কথা—বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসক যে ব্রাহ্মণ, তিনিই বৈষ্ণব। যাঁহার গায়ত্রীতে অনুরাগ নাই—তিনিই অবৈষ্ণব। এইস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ উপলক্ষণে, দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) পর।

কোনও বৈষ্ণব-দ্বেষী অর্ব্বাচীন-গ্রথিত একটী প্রক্ষিপ্ত পদ্য সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—

ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবাঃ ন চ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥

অর্থাৎ যেহেতু বেদমাতা গায়ত্রীদেবীকে (সন্ধ্যা মন্ত্র আবৃত্তি দ্বারা) ব্রাহ্মণেরা উপাসনা করেন, অতএব ব্রাহ্মণ মাত্রই শাক্ত। শৈবও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন; কাজেই সৌর বা গাণপত্যও নহেন।

এই বচনটীর বলে শ্রীএকাদশীব্রতদিনে ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও অন্ন, এমন কি, মদ্য, মাংস, মৎস্যাদি ভোজন করিয়া থাকেন। এবং "ব্রাহ্মণ কদাচ বৈষ্ণব হইতে পারেনা"—এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন। কথাটী অতি সুন্দর !!! আপাততঃ অনেকেই এই ঐন্দ্রজালিক মোহে মুগ্ধ হন। কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিলে ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে

(পাদটীকা)

পারিবেন যে ইহা অতি অর্ব্বাচীন-কল্পিত পদ্য মাত্র—কোনরূপ শাস্ত্র-যুক্তি-সম্মত বিদ্বজ্জনানুমোদিত অর্থ এই পদ্যে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবদ্বেষী ঐ লেখক শাক্তত্বে হেতু দিয়াছেন—"যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরং।" অর্থাৎ গায়ত্রী যখন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, বিশেষতঃ বেদের মাতা, তাঁহার উপাসক ব্রাহ্মণ মাত্রই শাক্তই হইবেন। কদাচ শৈব, সৌর, গাণপত্য বা বৈষ্ণব হইতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সন্ধ্যা উপাসনাতে গায়ত্রীদেবীর উপাসনা কোন্‌স্থলে আছে, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। বরং গায়ত্রী দ্বারা সূর্য্যাবৃত ভগবান্ বিষ্ণুরই উপাসনা দৃষ্ট হয়। তাই উক্ত হইয়াছে—

"গায়ত্রীদীক্ষিতো যোহি স এব বিষ্ণুদীক্ষিতঃ।
ইতরঃ পাপকৃদ্ বিপ্রো ভ্রষ্টাচারঃ স এব হি॥"

গায়ত্রী—ছন্দঃ; মন্ত্রবিশেষ; বৈদিক বা তান্ত্রিক কোন সন্ধ্যা উপাসনাতেই উপাস্য দেবতা নহেন। যথা; বৈদিক সন্ধ্যা-মন্ত্রে (ঋষিছন্দঃ পাঠে)—

প্রস্কন্ন ঋষিঃ **'গায়ত্রী ছন্দঃ'** সূর্য্যো দেবতা ইত্যাদি।

এইস্থলে সূর্য্যই বৈদিক সন্ধ্যোপাসনার উপাস্য দেবতা এবং গায়ত্রী ছন্দোবন্ধে রচিত মন্ত্র মাত্র—কখনও উপাস্যা দেবতা নহেন।

উক্তঞ্চ শাব্দিকৈঃ—"গায়ত্র্যা উপতিষ্ঠতেঽর্কং।" উপতিষ্ঠতে উপাস্তে ইতি। অপিচ—

(পাদটীকা)

আদৌ নাদো হ্যভূল্লোকে তস্মাৎ প্রণব-সম্ভবঃ।
অন্তঃস্থাদ্যা স্ততো বর্ণাঃ অকারাদি স্বরাস্তথা॥
ছন্দাংসি হ্রস্বদীর্ঘাণি গায়ত্র্যাদীনি বৈ ততঃ।
ছন্দ এব চ গায়ত্রী চতুর্ব্বেদা স্ততোঽভবন্।
বেদমাতেতি গায়ত্রী লোকে খ্যাতানুকল্পিতা॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ সেই পরব্রহ্ম হরি দুইভাগে বিভক্ত হইলেন—একভাগ রেতোময় * পরব্রহ্ম, পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট জীবরূপে আর অপরভাগ শব্দব্রহ্মময় ‡ পরব্রহ্ম বেদরূপে। সেই শব্দব্রহ্মের (বেদের) উদ্ভব কথাই বলিতেছেন—প্রথমতঃ নাদ অর্থাৎ বংশীধ্বনি হইল। তাহার লিখিবার সঙ্কেত হইল ঁ (চন্দ্রবিন্দু), তাহা হইতে প্রণব ওঁ) হইল। তাহা হইতে ককারাদি সমগ্র ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অকারাদি স্বরবর্ণ, তৎপর ছন্দসকল হ্রস্বদীর্ঘভাবে উৎপন্ন হইয়া গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নাম ধারণ করিলেন। সেই ছন্দোবদ্ধ (মন্ত্র) গায়ত্রী হইতেই বেদ সৃষ্টি হইলেন। অতএব এই গায়ত্রীকে বেদমাতা বলিয়া লোকে কল্পনা করিয়া থাকে। (এইরূপে গায়ত্রীছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম-গায়ত্রী; অনুষ্টুপ্ ছন্দে যে মন্ত্র রচিত হয় তাহার নাম—অনুষ্টুপ্ ইত্যাদি)। সন্ধ্যা-পাঠে গায়ত্রীর আবাহন, বিসর্জ্জন ও ধ্যানাদিতে "দেবী" বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ধ্যানাদি আছে

---

* ভাগ—৩৷৫৷২৬; ৩৷২৬৷১৮ ও ব্রহ্মসং ৫৷৭—৮।
‡ গোপালতা—পৃঃ ২৭ ও ব্রহ্মসং—৫৷২৪—২৭।

(পাদটীকা)

বলিয়া গায়ত্রী মন্ত্রটী কখনও উপাস্যা দেবী হন না। যথা—

প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা প্রভৃতি।

ইহাদের অর্থ এই যে—বেদমাতা বাঙ্‌ময়ী গায়ত্রী-মন্ত্র প্রাতঃ-কালে ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মদেবতা—সৃষ্টিকর্ত্তা), মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী (বিষ্ণুদেবতা—পালনকর্ত্তা) এবং সায়াহ্নে রুদ্রাণী (রুদ্রদেবতা—সংহারকর্ত্তা)—এই ত্রিকালেই একই স্বরূপে স্থিত যে ত্রিগুণাতীত "ভর্গঃ" তাঁহার বাচিকা হয়েন।

বৈদিকী-সন্ধ্যার মত তান্ত্রিকী-সন্ধ্যাও এখন প্রচলিত আছে। তান্ত্রিক পঞ্চদেবোপাসনার মধ্যে শিব, সূর্য্য, গণপতি ও বিষ্ণু—ইঁহারা চারিজনই পুরুষ এবং ইঁহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরাও তান্ত্রিকী গায়ত্রী দ্বারা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে তান্ত্রিক-সন্ধ্যা করিয়া থাকেন এবং বৈদিকী-গায়ত্রী-ধ্যানের মত তান্ত্রিকী-গায়ত্রীর ধ্যানাদিও করা হইয়া থাকে। যথা—(গায়ত্রী)

১। "তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি শিবগায়ত্রী।

২। "তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।" ইতি গণেশ-গায়ত্রী।

৩। "দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি রামগায়ত্রী।

৪। "ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ।" ইতি ত্রিপুরাসুন্দরী-গায়ত্রী।

এই প্রকার অনন্তকোটী দেবদেবীর গায়ত্রী ও মন্ত্র

অর্থাৎ যে দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) উপনয়নের পরে এবং স্ত্রী শূদ্র হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত মনুষ্য মাত্রই বিষ্ণু-মন্ত্রে

....

পৃথক্ পৃথক্ আছে। কিন্তু সকল দেব-দেবীর গায়ত্রীরই একধ্যান ; যথা—

১। প্রাতঃ—ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিন ধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে ॥

২। মধ্যাহ্নে—ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াম্ ॥

৩। সায়াহ্নে—ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসন-কৃতাশ্রয়াম্ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥

এই ত্রিকালিক ধ্যান তিনটীই স্ত্রীরূপা প্রকৃতির বর্ণনা। বৈদিক ধ্যানের অর্থের সহিত বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। এই ধ্যান—রাম, শিব, গণপতি, সূর্য্য ও ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি সর্ব্ব দেব-দেবীর মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সন্ধ্যা সময়ে অবশ্য পাঠ্য। সুতরাং কেবলমাত্র তন্ত্রমতে দীক্ষিত স্ত্রী, শূদ্রাদি সকলেই শাক্ত—জগতে কেহই বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য বা সৌর, নহেন !!

এক্ষণে দেখা যাউক—"**গায়ত্রীর**" **অর্থ কি** ? *

---

* অগ্নিপুরাণ ২১৫।২১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ও পরমাত্ম-সন্দর্ভ শ্রীজীব-গোস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।
(২৯৭ পৃঃ) (শ্রীশ্যামলাল সংস্করণ)

দীক্ষার পরে একাদশীর উপবাস না করেন, তিনি তত্তদ্ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হানি হয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যের বৈশ্যত্ব হানি হয়; এবং স্ত্রী শূদ্রাদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব

"ওঁ তদিতি—"

এই গায়ত্রীর বহুপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন যে অর্থের ইঙ্গিত দেখাইয়াছেন—তাহাই আমরা প্রথমতঃ উদ্ধার করিতেছি।

(১) ভর্গঃ ইতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, 'ধীমহি' ইত্যস্য কর্ম্মত্বাৎ "বহুলং ছন্দসীতি" সূত্রানুসারেণ বৈদিক প্রয়োগঃ। 'ধীমহি' ইত্যপি পরস্মৈপদঞ্চ। ভর্গং ধীমহীত্যন্বয়ঃ। যো নোঽস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং" ইতি গীতাসু। যো হি সবিতুঃ সূর্য্যস্য বরেণ্যং বরণীয়ং পূজ্যং। সূর্য্যস্য কীদৃশস্য দেবস্য—দানদীপ্ত্যাদি গুণযুক্তস্য, পুনঃ কীদৃশস্য তৎ তস্য প্রসিদ্ধস্য। ভর্গঃ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষঃ। "পুরুষো বিষ্ণুরিতি শব্দরত্নাবলী। তথাচ আহ্নিক-তত্ত্বধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্য-বচনং—

"আদিত্যান্তর্গতং বর্চ্চো **ভর্গাখ্যং** যন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ।
ধ্যানেন "**পুরুষো**"হয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥

পঞ্চরাত্রেচ—**জ্যোতীরভ্যন্তরং রূপং** দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।

নারায়ণ-ধ্যানে—ধ্যেয়ঃ সদা '**সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী** নারায়ণঃ।'

হানি হয়। এই বিষয়ে ব্যবহার সদাচারাদিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুমারেরা উপনয়নান্তর অন্ততঃ সম্বৎসরকাল একাদশীর

আদিত্যার্ঘদানমন্ত্রে—নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে **বিষ্ণু-তেজসে**। ইত্যাদি।

এই গায়ত্রীর ভাবার্থ এই যে, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ (বিষ্ণু) '**ভর্গ**' নামে অভিহিত হন, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। তিনি প্রসিদ্ধ সূর্যাদেবেরও বরেণ্য (পূজনীয়) এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সমুদয়কে প্রকৃষ্টরূপে নানাবিষয়ে পরিচালনা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

(২) যদ্বা—তদব্যয়ং, তৎ তেষাং প্রসিদ্ধানাং জগতাং সবিতুঃ দেবস্য ভর্গঃ ('ভর্গস্য' ইতি ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা) ভূতি-স্থিতি-হৃতি-কারিণং ধীমহি। অন্যৎ সমানং। তথাচ শ্রুতিঃ—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি।

"বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি।

বেদান্তসূত্রে চ—জন্মাদ্যস্য যতঃ। ১।১।২

শ্রীভাগবতেঽপি——"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।"

ভাবার্থঃ—(পক্ষান্তরে) যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান প্রসিদ্ধ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়—তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। অন্য পূর্ব্ববৎ।

এই ব্যাখ্যা শ্রুতি, বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতসম্মত।

(৩) যদ্বা—তৎ তেষাং প্রসিদ্ধানাং জগতাং সবিতুঃ প্রসবিতুঃ সৃষ্টিকর্ত্তুঃ রজোগুণাবতারস্য ব্রহ্মণঃ, দেবস্য দ্যোতনশীলস্য

উপবাস করিয়া থাকেন এবং শ্রীবিষ্ণুর অন্যপ্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়াও শ্রীনারায়ণ-পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকালী, শ্রীদুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করিতে পারেন না।

স্থিতিকর্ত্তুঃ সত্ত্বগুণাবতারস্য বিষ্ণোঃ, তথা ভর্গঃ (ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা) ভর্জ্জনশীলস্য সংহারকর্ত্তুঃ রুদ্রস্য—এতেষাং বরেণ্যং "রূপং" ধীমহি। অন্যৎ সমং।

তথাচ বেদান্তসূত্রে—"রূপো"পন্যাসাচ্চ।

মুণ্ডকোপনিষদি—যদা পশ্যঃ পশ্যতে "রুক্মবর্ণং" কর্ত্তারমীশং।

মহানারায়ণোপঃ—ইতস্য পরমস্য নারায়ণস্য চত্বারি "রূপাণি"।

মনুস্মৃতৌ (১২শ)—"রুক্মাভং" স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্।

গোপালতাপনীয়ে—"দ্বিভুজমস্যং" সৌম্যতনুং স্বভক্তেভ্যোঽভয়প্রদং।

শ্রীমদ্ভাগবতে চ—আসন্‌"বর্ণা" স্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।

ভাবার্থ :—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রেরও আরাধ্য যে বরণীয় "রূপ", আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি। অন্য পূর্ব্ববৎ।

উপর্য্যুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যাখ্যাও শ্রুতি, স্মৃতি, বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত এবং ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে "রূপ" "বর্ণ"—ইহারা বিশেষ্য শব্দ, অমূর্ত্ত পদার্থ; সুতরাং রূপবান্ পুরুষে লক্ষণা করিতে

-(পাদটীকা)

হইবে এবং পরম পুরুষ নারায়ণই এই বেদমাতা গায়ত্রীদ্বারা উপাস্য হন ; কখনও কোন শক্তি উপাস্যা নহেন। অতএব দ্বিজাতি মাত্রই বৈষ্ণব, কদাচ শাক্ত নহে। তাই উক্ত হইয়াছে--

গায়ত্রী-দীক্ষিতো যো হি স এব বিষ্ণুদীক্ষিতঃ।

আর **'রূপের'**ও বিশেষ কথা এই—শ্রীভগবান্ যুগচতুষ্টয়ে বর্ণচতুষ্টয় ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্ববাদিসম্মত। * সুতরাং সত্যযুগে পরমপুরুষ ভগবান্ **'ভর্গ'**—শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট নারায়ণ। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ (দুর্ব্বাদল) রামরূপী, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণরূপী এবং কলিতে রৌক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপী।

তথা চ তাপনীশ্রুতি :—

যুগানুবর্ত্তিনো লোকা যজন্তি হি সুমেধসঃ।
গোপালং সানুজং রামরুক্মিণ্যা সহ তৎপরম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ—

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈ রিজ্যতে রাজন্! শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥

অর্থাৎ যে যুগে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি সেই যুগাবতীর্ণ গোপালকে উপাসনা করিবেন।

অতএব বর্ত্তমান আবতারিক কলিযুগে বেদমাতা গায়ত্রীদ্বারা কলিযুগাবতীর্ণ গোপাল 'শ্রীগৌরাঙ্গকেই' দ্বিজাতিগণ উপাসনা করিতেছেন—ইহাই স্থিরীকৃত হইল।

* বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে অস্মৎ-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সন্দর্ভ" গ্রন্থের যুগাবতার প্রকরণ (৩—১৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

জন্মবাসর-ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ব্রত দুই প্রকার—**শ্রীহরিবাসর** ও **জন্মবাসর।** শ্রীহরিবাসর একাদশী ও দ্বাদশীব্রত, আর জন্মবাসর শ্রীভগবদাবির্ভাব-তিথি। অতএব "ভগবদাবির্ভাব-তিথাবুপবসেৎ" ইতি ক্লিপ্তশ্রুতিঃ। যথা—শ্রী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাম নবমী প্রভৃতি। উভয়ই **নিত্য,** অকরণে প্রত্যবায়। বিশেষ কথা এই যে, শ্রীহরিবাসরব্রত অকরণে ব্রাহ্মণত্ব ও **বৈষ্ণবত্ব হানি** হয়, আর জন্মবাসরব্রত অকরণে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব **পাপী** হয় মাত্র।

প্রথমতঃ জন্মবাসর-প্রসঙ্গ হইতেছে। জন্মবাসর ও হরিবাসর উভয়ই **তিথিবিষয়ক।** তিথিও অহোরাত্রে (রবির এক উদয় হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত) বিহিত হইয়া অহোরাত্রাবচ্ছিন্নকাল উপবাসের যোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তিথিব্যাপীকাল উপবাসের যোগ্য নহে। যথা—

রবিবারে সপ্তমী – ১৫ দণ্ড;
সোমবারে অষ্টমী—১৭ দণ্ড।

এমন অবস্থায় জন্মাষ্টমীব্রত রবিবার কি সোমবার? (সম্প্রদায়ানুসারে) শাস্ত্রে যে দিন বিহিত হয়, সেই দিনই উপবাসাদি হইবে, উভয় দিনে হইবে না অর্থাৎ রবিবার ১৫ দণ্ডের মধ্যে আহারাদি করিয়া বাকী ৪৫ দণ্ড এবং সোমবার ১৭ দণ্ড পর্য্যন্ত মোট দুই দিনে ৬২ দণ্ড উপবাস বিধেয় নহে।

"ভক্তচতুষ্টয় রহিতত্বমুপবাসত্বম্।" ইতি স্মার্ত্তঃ।

প্রমাণং যথা—

উপবাসফলং প্রেপ্সু র্জহ্যাৎ ভক্তচতুষ্টয়ং।
পূর্ব্বাপরদিনে নক্তং নাহন্‌ক্তঞ্চ মধ্যমে॥

হ, ভ, বি, ১২।১১

অর্থাৎ চারি বেলা ভক্ত (অন্ন) গ্রহণ না করার নাম—**উপবাস।** ইহার প্রমাণ দিতেছেন—যে ব্যক্তি উপবাসের ফল কামনা করেন, তিনি উপবাস-দিনের পূর্ব্ব ও পরদিনের রাত্রিতে অন্ন ভোজন করিবেন না। মধ্যে (উপবাসদিনে) দিনে ও রাত্রিতে অন্ন ভোজন করিবেন না। যথা—রবিবার সপ্তমী ৫৫ দণ্ড, সোমবার অষ্টমী ৫২ দণ্ড; এমন স্থলে ফলকামী বৈষ্ণব রবিবার রাত্রিতে অন্ন ভোজন করিবেন না অর্থাৎ সংযমন করিবেন; সোমবার অহোরাত্র উপবাস করিবেন এবং মঙ্গলবার রাত্রিতে অন্ন ভোজন করিবেন না অর্থাৎ পারণ করিবেন।

তিথি ও নক্ষত্রের একই চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা উদয়াস্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা উক্ত তিথি ও নক্ষত্রের তিনটী সংজ্ঞা করিয়াছেন; যথা—**পূর্ণ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি।** পূর্ণের অপর নাম—সমান। পূর্ণ বা সমান—৬০ দণ্ড। তিথির ক্ষয় ৫৯।৫৯ পল হইতে ৫৪ দণ্ড পর্য্যন্ত এবং নক্ষত্রের ক্ষয় ৫৩ দণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বৃদ্ধি—৬০ দণ্ডের অধিক *। ইহার মধ্যে

---

* ঋক্ষে সপ্তক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ যোগে দণ্ড দশ স্মৃতঃ।
এবং তিথিষু বিজ্ঞেয়ো বাণবৃদ্ধী রস-ক্ষয়ঃ॥

অর্থাৎ নক্ষত্রের ক্ষয় সাত দণ্ড এবং বৃদ্ধি দশ দণ্ড হইতে পারে, আর তিথির ক্ষয় ছয় দণ্ড ও বৃদ্ধি পাঁচ দণ্ড হইতে পারে।

বিশেষ কথা এই যে, ক্ষয়টী দিনদ্বয়ে হইলে তাহাকে 'ক্ষয়' বলে না। শাস্ত্রে আছে—

তিথিক্ষয়ে মহাপুণ্যং স্নানদানাদিকর্ম্মসু।
যাত্রাদি শুভকার্য্যানি ন কুর্য্যুশ্চ মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ **"ক্ষয়"** তিথিতে স্নানদানাদি কর্ম্ম করিলে মহাপুণ্য হয় এবং যাত্রা বিবাহাদি শুভ কার্য্য করিলে অশুভফল হয়।

এখন মনে কর রবিবার সপ্তমী ৪৫ দণ্ড, সোমবার অষ্টমী ৪০ দণ্ড; সুতরাং রবিবারের অষ্টমী ১৫ দণ্ড সহিত সোমবারের অষ্টমী ৪০ দণ্ড মিলিয়া ৫৫ দণ্ড অষ্টমী (রবি ও সোম দুই দিনে) হইল। সুতরাং "পূর্ণ" বা "সমান" (৬০ দণ্ড) মান হইতে ন্যূন হইল ৫ দণ্ড। কিন্তু ইহাকে ন্যূন বা ক্ষয় বলে না। এই ন্যূনমান অষ্টমীতে স্নানদানাদিতে পুণ্যাধিক্য নাই এবং যাত্রা বিবাহাদি শুভ কার্য্যেরও নিষেধ নাই। সুতরাং অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড-মানের ন্যূন হইলে তাহাকে **"ক্ষয়"** বলে। এই "ক্ষয়"ও আবার তিন প্রকার হইতে পারে; যথা—

(১) ঠিক সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া যদি ৬০ দণ্ডের **কিঞ্চিৎ ন্যূন** হয়; দৃষ্টান্ত—

রবিবার সপ্তমী—৬০ দণ্ড;
সোমবার অষ্টমী—৫৯ দণ্ড;

এই স্থলে সোমবার অষ্টমী "ক্ষয়" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

(২) সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে প্রবৃত্ত হইয়া **পুনরুদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াই যদি নিবৃত্ত হয়;**

দৃষ্টান্ত—

সোমবার সপ্তমী ২ দণ্ড, পরে অষ্টমী ৫৮ দণ্ড ;
মঙ্গলবার সূর্য্যোদয় হইতেই নবমী।

এই স্থলেও সোমবার অষ্টমী "ক্ষয়" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল।

(৩) সাধারণ **ত্র্যহস্পর্শ**—সূর্য্যোদয়ের পরে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরুদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নিবৃত্তি হয় ; দৃষ্টান্ত—

সোমবার সপ্তমী—২ দণ্ড ;
পরে অষ্টমী—৫৬ দণ্ড ;
পরে নবমী—২ দণ্ড ;

সমষ্টিতে তিন তিথি মিলিয়া ৬০ দণ্ড অহোরাত্র পূর্ণ হইল। এই স্থলেও অষ্টমী "ক্ষয়" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। ইহার নামান্তর—ত্র্যহস্পর্শ।

'**পূর্ণার**' লক্ষণ, যথা—(হ, ভ, বি, ১২।১২০)

প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ। *
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ †
(স্কন্দপুরাণ)

হরিবাসরং—একাদশী ইতি টীকা চ।

ভাবার্থ :—শ্রীহরিবাসর অর্থাৎ একাদশী ভিন্ন প্রতিপৎ প্রভৃতি

---

* আ + উদয়াৎ = ওদয়াৎ। আঙ্—অবধিঃ।

† আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টি নাড়িকা।
যা তিথিঃ সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যোঽয়ং বিধিঃ॥
আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥
(নারদীয়-পুরাণ)

তিথিসমূহ যদি রবিবার এক উদয় হইতে আরব্ধ হইয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত থাকে, তবে তাহার নাম হয় "সম্পূর্ণা"। কিন্তু দিনদ্বয়ে তিথির মান ৬০ দণ্ড হইলে তাহাকে 'সম্পূর্ণা' বলে না। দৃষ্টান্ত :—

রবিবার সপ্তমী—৫০ দণ্ড ;

সোমবার অষ্টমী—৫০ দণ্ড ;

সুতরাং দিনদ্বয়ে অষ্টমী ৬০ দণ্ড হইলেও 'সম্পূর্ণা' সংজ্ঞা হইবে না। এই **'সম্পূর্ণা'** বা **'সমান'** সংজ্ঞা তিথি দুই প্রকার হইতে পারে।

(১) **প্রথমতঃ**—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াই নিবৃত্তি অর্থাৎ পরদিনে এক কলাও না থাকে ; যথা—

রবিবার সপ্তমী ৫৮ দণ্ড ;

সোমবার অষ্টমী—৬০ দণ্ড ;

মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতেই নবমী।

এই স্থলে সোমবার অষ্টমী "সম্পূর্ণা" বা "সমান" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল।

(২) **দ্বিতীয়তঃ**—সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিয়াই নিবৃত্তি ; যথা—

রবিবার ষষ্ঠী ২ দণ্ড, পরে সপ্তমী ৫৮ দণ্ড ;

সোমবার অষ্টমী—৬০ দণ্ড ;

মঙ্গলবার নবমী (প্রাতঃকালাবধি)

এই স্থলেও সোমবার অষ্টমী "সমান" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু শ্রীহরিবাসর (একাদশীর) মান—৬৪ দণ্ড ; সুতরাং অহোরাত্রা-বচ্ছিন্নে একাদশী পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

'বৃদ্ধি' লক্ষণ যথা—অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে তিথি ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিনে কিঞ্চিৎ থাকিলেই, "বৃদ্ধি" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই বৃদ্ধি তিথিটুকুকে **'মল'** কহে অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে তিথি ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিনে যে টুকু থাকে, তাহা **'মল'** তিথি। এই **'মল'** তিথিতে ব্রতযাত্রাদি কোন শুভকার্য্য বা কোন দেবার্চ্চনাদি করিবেনা। যথা—

"অকর্ম্মণ্যং তিথিমলং বিদ্যাদৈকাদশীং বিনা॥"

কিন্তু অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড না হইয়া যদি দিনদ্বয়ে ৬৫ দণ্ড ও তিথির মান হয়, তবে তাহাকে "বৃদ্ধি" কহিবেনা এবং ৬০ দণ্ডের অধিকটুকু "মল" হয় না; তাহাতে ব্রত দেবার্চ্চনাদি সবই হইয়া থাকে। যথা—

রবিবার সপ্তমী—২ দণ্ড;

সোমবার অষ্টমী—৭ দণ্ড;

সুতরাং দুইদিনে অষ্টমীর মান হইল—৬৫ দণ্ড; কিন্তু ইহার ৬০ দণ্ডের অধিক ৫ দণ্ডকে "মল" কহে না, আর এই পঞ্চদণ্ডে দেবার্চ্চনাদি কোন কর্ম্মের বাধাও নাই।

এই প্রকার **নক্ষত্রেরও** নিয়ম জানিতে হইবে। তাহা নক্ষত্র-ঘটিত দ্বাদশী বিচারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইবে।

সমস্ত বৈষ্ণবোপবাসব্রতের সাধারণ নিয়ম এই যে, পূর্ব্বতিথি-বিদ্ধ দিবসকে পরিত্যাগ করিয়া পরতিথিবিদ্ধ দিবসে উপবাস করিবে। এমন কি, পরদিবসে উপবাস-বিহিত তিথির অভাবেও শুদ্ধ পরতিথিতে উপবাস করিবে। তথাপি পূর্ব্বতিথিবিদ্ধ দিবসে বিহিত নক্ষত্র সত্ত্বেও উপবাস করিবে না।

বিদ্ধাতিথি কি? পূর্ব্বতিথির সহিত যোগকে **"বেধ"** কহে। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বতিথির সহিত পর তিথির যোগ ত নিত্যই হইতেছে। যেমন সপ্তমীর পর অষ্টমী এবং অষ্টমীর পরে নবমী ইত্যাদি। কোন তিথিদ্বয়ের মধ্যস্থলে কখনও ফাঁক থাকে না; সুতরাং অষ্টমীর ব্রত নবমীতে এবং নবমীর ব্রত দশমীতে হইবে—এইরূপ অবিধিই বিধি হউক!! বস্তুতঃ তাহা নহে—

"বেধিতৌ ছিদ্রিতৌ বিদ্ধে ইত্যমরঃ।"

বিধ্ ধাতুর অর্থ ছিদ্র করা। পূর্ব্বতিথি যদি পরতিথিকে অথবা পরতিথি যদি পূর্ব্বতিথিকে বেধ (ছিদ্র) করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকেই বিদ্ধ তিথি কহে।

শ্রীহরিবাসর ভিন্ন সমস্ত তিথিরই পরিমাণ সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ৬০ দণ্ডকাল (অহোরাত্র বা দিবস) উপবাসও অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে হইয়া থাকে; তিথি অবচ্ছিন্নে উপবাস বিহিত নহে—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে যে তিথিদ্বয় থাকে, তাহাকে "বেধ" কহে এবং তাহারা পরস্পর বিদ্ধ তিথি। এক্ষণে "বেধের" এই লক্ষণই স্থিরীকৃত হইল যে—ব্রতযোগ্যা যে তিথি—তাহার সহিত যদি অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে তৎপূর্ব্ব তিথির যোগ হয়, তবে বৈষ্ণবোপবাস-ব্রত তদহোরাত্রাবচ্ছিন্নে না হইয়া, পর অহোরাত্রে বিহিত হইবে।

অবতার অসংখ্য। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" শ্রীভাগবত। অতএব তাঁহাদের আবির্ভাব-তিথিও অসংখ্য। এ দিকে ক্লিপ্তশ্রুতি-বাক্যও আছে যে—"ভগবদাবির্ভাবতিথাবুপবসেৎ।" এবং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২।১০৭) বিষ্ণুযামল বচনং—

"পর্ব্বযাত্রাদি করণং বাসরাষ্টকসদ্ বিধিঃ।"

(অস্য টীকায়াং)—"পর্ব্ব—জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসবঃ।"

এই সকল বিধিঘটিত বাক্য পালন করিতে হইলে প্রায় প্রতিদিনই উপবাস করিতে হয়। আবার অপালনেও বিধিবাক্য লঙ্ঘন জন্য পাপী হইতে হয়। অতএব ইহার সিদ্ধান্ত এই যে—পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ সদাচার অনুসরণ করিতে হইবে। যিনি যে অবতারের উপাসক (সম্প্রদায়ী) আছেন, অর্থাৎ যে অবতারের মন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তত্তৎ অবতারের জন্মতিথিতে তিনি উপবাস করিবেন এবং এইরূপ ভাবে তত্তৎ সম্প্রদায়ীগণ পালনও করিয়া আসিতেছেন। যথা, "শ্রী" সম্প্রদায়ীগণ শ্রীরামনবমীর ব্রতোপবাসাদি যেরূপ সমারোহে করিয়া থাকেন, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত তেমন সমারোহে করেন না এবং শ্রীগৌরেশ্বর-সম্প্রদায়ীগণ শ্রীগৌরপূর্ণিমায় যেরূপ সমারোহে উৎসবাদি করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্রতে সেইরূপ করেন না। এরূপ সর্ব্বত্রই বুঝিতে হইবে। শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত-প্রসঙ্গে 'স্মৃত্যর্থসাগরে' কালতরঙ্গে ভারদ্বাজ-সংহিতার প্রমাণ-মূলেও আমাদের পূর্ব্বোক্তি সমর্থিত হইতেছে।

"সর্ব্বাসাং তু জয়ন্তীনাং শ্রেষ্ঠা জন্মাষ্টমী মতা।
যস্মাৎ সন্নিহিতাত্যন্তং তত্রৈবোপবসেন্নরঃ ॥
সর্ব্বাস্বপি জয়ন্তীষু পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ।
সান্নিধ্যা এব কর্ত্তব্য উপবাসো ন দূরগঃ ॥"

টীকাচ—সন্নিহিতেতি অস্মাকং কালেন সমীপস্থং, দ্বাপরান্তে কৃষ্ণাবতারস্য জাতত্বাৎ রামাদে র্ব্যবহিতত্বম্।

অর্থাৎ সকল **জয়ন্তীর** (জন্মতিথির) মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহাই আমাদের কালের সমীপস্থ অর্থাৎ রাম, নৃসিংহাদি অবতার বহু পূর্ব্বের, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার নিকটবর্ত্তী; কাজেই শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকল জয়ন্তীতেই পূজা করিবে, বিশেষ কথা এই যে, সন্নিহিত অবতারের জয়ন্তী-দিবসেই উপবাস করিবে; যেহেতু উপবাস দূরবর্ত্তী অবতারের জয়ন্তীতে বিহিত নহে। এই বচন-প্রমাণ-মূলে আমরা "অতিদেশন্যায়ে" ইহাও বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান কলিযুগীয় লোকের পক্ষে ও শ্রীকৃষ্ণাবতার অতি দূরবর্ত্তী। সমীপস্থ অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ; সুতরাং এই **শ্রীগৌরপূর্ণিমাতেই যথাবিহিত উপবাসব্রতাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ বিহিত।**

সে যাহা হউক, আর একটী বিশেষ কথা এস্থলেই বলা কর্ত্তব্য। বিহিত শ্রীহরিবাসরের পূর্ব্ব কি পর দিবসে যদি কোনও জন্মবাসরবিহিত হয়, তবে উপবাসদ্বয় না হইয়া এক শ্রীহরিবাসরই উপোষ্য হইবে; তখন জন্মবাসরের উপবাস করিতে হইবেনা। এইরূপ করিলে বরং অপরাধই হইবে। সুতরাং **শ্রীহরিবাসর ও জন্মবাসর দুই পৃথক্ ব্রত এবং জন্মবাসর হইতে ও শ্রীহরিবাসরের প্রাধান্যতা** স্থিরীকৃত হইল।

অথ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব ঐ তিথিতে ব্রতোপবাসাদি হয় অর্থাৎ ঐ তিথি যদি সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত হয় অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তদ্দিবসে ব্রতোপবাস হইবে। যথা— রবিবার সপ্তমী ৬০ দণ্ড কি তন্ন্যূন থাকুক, সোমবার প্রাতঃকাল হইতে অষ্টমী হইয়া যদি ৬০ দণ্ড কি ন্যূন হয়, তবে সোমবারই উপবাস হইবে। আর যদি সোমবার অষ্টমী ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিন মঙ্গলবারেও কিঞ্চিৎ থাকে, তবেও সোমবারই উপবাস হইবে। কারণ, মঙ্গলবার অষ্টমী যেটুকু থাকে, তাহা মল তিথি। যদি ত্র্যহস্পর্শ হইয়া অষ্টমীর ক্ষয়, তবে শুদ্ধ নবমীতে পরদিনে উপবাস হইবে, কারণ সপ্তমীবিদ্ধা উপবাস হইবে না। যথা,

রবিবার সপ্তমী— ০।১৫ পল,
পরে অষ্টমী—৫৯।০
পরে নবমী--০।৪৫,

এমন অবস্থায় সোমবারই উপবাস হইবে। আর যদি

রবিবার সপ্তমী— ০।১৫ পল,
পরে অষ্টমী—৫৯।৪৫ পল,
সোমবার নবমী—প্রাতঃকালাবধি,

এমন অবস্থায়ও সোমবার শুদ্ধ নবমীতে উপবাস হইবে। মোট কথা সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী কোন ক্রমেই উপোষ্যা নহে। ইহার প্রমাণাদি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অন্য স্মার্ত্তগণ রোহিণী ও অর্দ্ধরাত্র যোগে ফলাধিক্য বলিয়া সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু

শ্রীবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণের মত এই যে, সপ্তমীবিদ্ধা রোহিণী ও অর্দ্ধরাত্র-ব্যাপিনী অষ্টমী হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নবমীতে উপবাস করিবেন ; যেহেতু রোহিণী, অর্দ্ধরাত্র ও সোম বুধবারাদি প্রশস্ততা মাত্র, উপোষ্যা নহে, ইহার বিস্তারিত প্রমাণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উক্ত আছে।

অথ জন্মবাসরের পারণ।

শক্ত ব্যক্তি তিথি ও নক্ষত্রান্তে পারণ করিবেন ; প্রমাণং যথা—"তিথিভান্তে চ পারণং"। অশক্তপক্ষে একতরের অন্তে পারণ হইবে। অর্থাৎ যে যে তিথি ও যে যে নক্ষত্র-যোগে যে যে জন্মবাসর বিহিত আছে, শক্ত ব্যক্তি সেই তিথি ও সেই নক্ষত্রান্তে, অশক্ত ব্যক্তি তিথি বা নক্ষত্র একের অন্তে পারণ করিবেন। জন্মবাসরসমূহে যে কাল ও যে নক্ষত্র বিহিত আছে, তাহা কেবল প্রশস্ততা মাত্র—উপবাসের সাধক নহে।

যথা— শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র ও অর্দ্ধরাত্র।

শ্রীগৌরপূর্ণিমাতে উত্তরফল্গুনী ও প্রদোষকাল।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব তিথি ও নক্ষত্র দুই এর যোগেও যে যে সময়ে উপবাস বিহিত হইবে, তাহাতে তিথি অধিক হইলে নক্ষত্র অন্তে তিথি মধ্যে এবং নক্ষত্র অধিক হইলে তিথি অন্তে নক্ষত্র মধ্যে পারণ করিবেন। আবির্ভাবকালে পূজাভিষেকাদি করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—অর্দ্ধরাত্রে ; অতএব শ্রীকৃষ্ণের

পূজাভিষেক অর্দ্ধরাত্রে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব—প্রদোষে, কাজেই তাঁহার পূজাভিষেকাদিও প্রদোষেই হইবে।

অথ শ্রীরাম-নবমী।

চৈত্রী-শুক্লানবমীতে মধ্যাহ্নে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। অতএব উক্ত তিথি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীবৎ যে অহোরাত্রে বিহিত হয়, সেই অহোরাত্রে উপবাস করিবে এবং পারণাদিও পূর্ব্ববৎ করিবে। এই ব্রতেও পূর্ব্ববৎ পূর্ব্ববিদ্ধা (অষ্টমীবিদ্ধা) পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কথা এই যে, শ্রীরামনবমী যদি অষ্টমীবিদ্ধা হওয়ায় দশমীদিনে পূর্ব্ববৎ উপবাসযোগ্যা হয়, আর পরদিনে শ্রীহরিবাসর হয় (অর্থাৎ পারণ করিতে মধ্যে দিন না থাকে) তবে অষ্টমীবিদ্ধা শ্রীরামনবমী গ্রাহ্যা হইবে। যথা—

নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ "দশম্যামেব" পারণম্॥
দশম্যাং পারণায়াশ্চ নিশ্চয়ান্নবমীক্ষয়ে।
বিদ্ধাপি নবমী গ্রাহ্যা বৈষ্ণবৈরপ্যসংশয়ম্॥

হ, ভ, বি, ১৪।৯০।

অস্য টীকা—ননু বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সর্ব্বত্র বর্জ্জ্যেতি পূর্ব্বং নিশ্চিতম্। অত্রাপি তথৈবোক্তং—নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যেতি। নবমীক্ষয়ে সতি, তিথি হ্রাসক্রমেণ একাদশ্যাশ্চ শুদ্ধত্বে কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ—উপোষণমিতি। তদেবাভিব্যজ্য লিখতি—দশম্যামিতি। নিশ্চয়াদ্ দশম্যামেব ইতি 'এব' কারতঃ, অন্যথোপবাসদ্বয় প্রসঙ্গাদিতি দিক্॥ ৯০—৯১॥

ভাবার্থ :—বৈষ্ণবগণ অষ্টমী বিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ করিবেন ; কিন্তু পারণটী দশমীতে হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি দশমীতে পারণ অসম্ভব হয়, অর্থাৎ তিথি হ্রাস ক্রমে অষ্টমী বিদ্ধা নবমী হওয়ায় শুদ্ধ দশমীতে উপবাসের ব্যবস্থা হয় এবং পরদিন শুদ্ধ একাদশীর উপবাস বিহিত হয়, তবে অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতেই শ্রীরাম-নবমীর উপবাস হইবে। কিন্তু মহাদ্বাদশীতে বা অরুণোদয়বিদ্ধা ইত্যাদিতে যদি একাদশীর উপবাস পরদিন দ্বাদশীতে হয়, তাহা হইলে বিদ্ধাত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দশমীতেই ব্রত হইবে। এখানে 'দশম্যামেব' এই দশমী পদটী উপবাসের পূর্ব্বাহ্নপর, তিথিপর নহে। টীকাকার বলেন যে—এইরূপ স্থলে দুই উপবাসের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু শ্রীহরিবাসর ও জন্মবাসর যোগে দুই উপবাস অকর্ত্তব্য, যথা—

রবিবার অষ্টমী—১ দণ্ড ;
পরে নবমী—৫৫ দণ্ড ;
সুতরাং দশমী—৪ দণ্ড ;
সোমবার „ ৫।১০ পল

সুতরাং এই স্থলে ৫ দণ্ড ১০ পল রাত্রি থাকিতে একাদশীর প্রবৃত্তি। আর অষ্টমীবিদ্ধা নবমী ত্যাগে সোমবার শুদ্ধ দশমীতে উপবাস বিহিত হইতেছে। কিন্তু যদি মঙ্গলবার একাদশী ৫০।৫০ পল হয়, তবে মঙ্গলবার শুদ্ধ একাদশী হওয়ায় (অর্থাৎ শ্রীহরিবাসর ব্রতোপবাস ঐ মঙ্গলবারেই বিহিত হওয়ায়) শ্রীরামনবমীতে উপবাসের পারণাভাব হইতেছে। এমত স্থলে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতেই (রবিবারে) শ্রীরামনবমীর ব্রতোপবাস হইবে। ইহার সংযমন, পারণ, পূজাদিও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় বুঝিতে হইবে।

অথ শ্রীবামনদ্বাদশী।

ভাদ্রী শুক্লাদ্বাদশীতে মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব হয়। যথা—

শ্রোণায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেঽভিজিতি প্রভুঃ।
সর্ব্বে নক্ষত্র তারাদ্যা শ্চক্রু স্তজ্জন্ম দক্ষিণম্॥
দ্বাদশ্যাং সবিতা তিষ্ঠন্ মধ্যন্দিন গতোঽহনি।
বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্যাং জন্ম বিদু র্হরেঃ॥

ভাগ—৮।১৮।৫-৬

অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় শুক্লাদ্বাদশী, যাহা শ্রবণদ্বাদশী বলিয়া প্রসিদ্ধা, সেই তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রে (শ্রবণানক্ষত্রের আদ্য চারিদণ্ডে) অতিবিশিষ্ট মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্নকালে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব হয়। সুতরাং ঐ তিথিই শ্রীবামনদেবের জন্ম-বাসর। কিন্তু পূর্ব্বদিনে পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীর উপবাস বিহিত হওয়ায় মধ্যে পারণাভাবে শ্রীহরিবাসরেরই প্রাধান্যবশতঃ পূর্ব্ব উপবাসেই সিদ্ধ হইবে। কেবল একাদশীর পারণ দিনে পূর্ব্বাহ্ণে দ্বাদশী মধ্যে শ্রীবামনদেবের পূজাভিষেক হইবে।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—১৫।২৫৪

১। একাদশ্যুপবাসে চ দ্বাদশ্যাং কৃষ্ণমর্চ্চয়েৎ।
প্রাদুর্ভূতোহি ভগবান্ দ্বাদশ্যামেব বামনঃ॥

২। তথাচ মাৎস্যে—
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র
দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্। ইতি

অতো যদি ন লভ্যেত মধ্যাহ্নে দ্বাদশী তদা।
দ্বাদশীমধ্য এবার্চ্চ্যো বামন স্তুহিঁ সূরিভিঃ॥

অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস হইলে দ্বাদশীতে হরির পূজা করিতে হয়; কেননা, দ্বাদশীতেই ভগবান্ বামনদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—একাদশীদিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে হয়; সুতরাং মধ্যাহ্নে দ্বাদশী প্রাপ্তি না ঘটিলে দ্বাদশীমধ্যেই বামনদেবের পূজা করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। *

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী।

বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশীতে সায়াহ্ন সময়ে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ঐ তিথিও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় যে অহোরাত্রে বিহিত হয়, সেই অহোরাত্রেই উপবাস হইবে। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্ববিদ্ধা (ত্রয়োদশীবিদ্ধা) ও ইহাতেও পূর্ব্ববৎ ত্যাগ করিতে হইবে। পারণাদিও পূর্ব্ববৎ। ইহার মহাতিথি ত্যাগ করিতে হইবে। পারণাদিও পূর্ব্ববৎ। ইহার প্রচুর প্রমাণ শ্রীবৈষ্ণবস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। তত্তৎ স্থানে অনুসন্ধেয়।

শ্রীশিবচতুর্দ্দশী ব্রত।

ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাসাদি বিহিত হইয়া থাকে। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ পূর্ব্ব (কাম—ত্রয়োদশী)

* বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

বিদ্বা ত্যাগ ও সংযম পারণাদি করিতে হয়। এই শিবরাত্রি-ব্রতের একটু রহস্য আছে। তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

শিবরাত্রি ব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং ন হি।
বৈষ্ণবানাং তথাচাত্র সদাচারাদ্ বিলিখ্যতে ॥ ১৪।৬৩

আবার—

চতুর্থ স্কন্ধ দৃষ্ট্যাতু নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্ব্রতম্। ঐ। ৬৭

তথাচ ভৃগুশাপঃ—

শিবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ।

অর্থাৎ "সময়া" প্রসঙ্গে উল্লিখিত "অবৈষ্ণব ব্রতারম্ভ তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্" এই উক্তি অনুসারে বিষ্ণুসম্বন্ধবিহীন ব্রতানুষ্ঠান পরিত্যাজ্য, সুতরাং আপাততঃ উক্ত নিয়মে যদিও শিবরাত্রিব্রত বৈষ্ণবগণের আবশ্যক নহে, তথাপি শ্রীশিব শ্রীহরি হইতে অভিন্ন বলিয়া উক্ত শিবরাত্রিব্রত বিষ্ণুসম্বন্ধবর্জ্জিত নহে; তাই বৈষ্ণবগণ উঁহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তথাহি পাদ্মে ব্রতখণ্ডে—

সৌরো বা বৈষ্ণবো বাপি দেবতান্তরপূজকঃ।
ন পূজা ফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি বহির্ম্মুখঃ। ৬৪

অর্থাৎ সৌর, বৈষ্ণব কিংবা অন্য দেবদেবীর উপাসক—শিবরাত্রিব্রত বহির্ম্মুখ হইলে কেহই পূজাফল পাইবেন না। এইভাবে বহুল প্রমাণ হরিভক্তিতে আছে। বাহুল্যভয়ে সকল গুলি উল্লেখ করা গেলনা; কেবল শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর শেষ

সিদ্ধান্তই বলিতেছি—

শ্রীবিষ্ণুরেকো দেবঃ শ্রীশিবশ্চান্যঃ দেব ইত্যেবমন্যত্বে ভাসমানে তন্নমস্কারাদিকং বৈষ্ণবানাম যুক্তমেব, কিন্তু যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারা স্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারো হয়ং ইত্যভেদেন ন দোষাবহং, অপিতু গুণ এব, ভগবদ্ ভক্তিবিশেষ এব পর্য্যবসনাৎ ॥ (ঐ। ৬৭ টীকা)

অর্থাৎ শ্রীহরি ও শ্রীশিব ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এই বুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণের শিব নমস্কারাদি করা কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু—

"নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যা ন্নান্যং দেবং নিরীক্ষয়েৎ।"

এই উক্তি অনুসারে নিষেধ শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু অভিন্ন-জ্ঞানে তাহা করণীয়। যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি—শ্রীহরির লীলাবতার, তেমনই শ্রীশিব ও শ্রীহরিরই গুণাবতার—এই প্রকার অভিন্নজ্ঞানে শিবপূজা দোষাবহ না হইয়া বরং উৎকর্ষই বিধান করে। যেহেতু এইরূপ অনুষ্ঠান ভগবদ্ ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। কারিকাতে উক্ত হইয়াছে—

কার্য্যং গুণাবতারত্বেনৈক্যাদ্রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সদাচারাচ্চ তদ্‌ব্রতম্ ॥

অর্থাৎ শ্রীমহাদেব গুণাবতার বলিয়া শ্রীহরি হইতে অভিন্ন, আবার বৈষ্ণব প্রাধান্যরূপে শ্রেষ্ঠতা বশতঃ এবং সদাচারবিহিত বলিয়া ও শ্রীশিবরাত্রিব্রত বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য।

সুতরাং "নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্‌ব্রতম্"—এই উক্তি দ্বারাই শ্রীগোস্বামিপাদের ইহা যে স্বীয়াভিপ্রায় নহে, তাহা বুঝা গেল। *

* কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি। দিগ্‌দর্শনী ৫।২১

ফলতঃ যাঁহারা অভেদ বুদ্ধিতে শ্রীশিবপূজা করেন—তাঁহারা ভৃগুশাপের বহির্ভূত। শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্রজ্ঞানে পূজাদি করিলেই নামাপরাধ হয়। অন্যথা নহে। * বলা বাহুল্য যে বিষ্ণুনিবেদিতান্ন দ্বারাই শিবপূজা বৈষ্ণবগণ করিবেন। §

এখন শিবরাত্রিব্রত নির্ণয় হইতেছে—

স্কান্দে—মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ১৪।৬১

---

* চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ডে—

শিবের সেবক যেই শিবসেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয়, **হরিহরে ভেদ করে।**
তাহারে ব্রাহ্মণ শাপ, কহিল এই তত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি, না জানে মহত্ত্ব॥
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন।
শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ॥
শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদ-চরিত।
সে জনে অধিক হরিহরের পিরীত॥
* * *
শাপ আদি যত দেখ বহির্ম্মুখ প্রতি।
সুহৃদ্ভাবে কৈলে হয় শ্রীকৃষ্ণে পিরীতি॥

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চাতেও অনুরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়; আমরা বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধার করিলাম না। অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হইলে ঐ ৩।৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

§ "বিষ্ণো র্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্॥"

অর্থাৎ মাঘমাসের শেষ ফাল্গুনমাসের প্রথমে যে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, তাহাই শিবরাত্রি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শিবরাত্রিব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৭০

এই উক্তি অনুসারে শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীকে ত্যাগ করিয়া অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশীতে ব্রতোপবাসাদি করিবে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। *

---

* এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, চতুর্দ্দশীর ক্ষয় হইলে বৈষ্ণবেরও বিদ্ধা উপবাস স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা ব্রতলোপাশঙ্কা আছে। কিন্তু আমরা ক্রমাগত ঐ টীকা পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে অমাবস্যার পারিভাষিক সংযোগ পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বীকার করিলেন না। কারণ, তাহা হইলে কারিকার সহিত বিরোধ অনিবার্য্য। "অতঃ সা ব্যবস্থা (অমাবস্যা-সংযোগ ব্যবস্থা) বৈষ্ণবজনসম্মতা ন স্যাদিত্যপেক্ষা। এতচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমীব্রতনির্ণয়ান্তে লেখ্যমেব।" ইহা হইতে জন্মাষ্টমী প্রকরণ দেখার আবশ্যক হইতেছে। উক্ত প্রকরণে (১৫।১৭১) টীকায় আছে—"নন্বেবং রোহিণ্যর্দ্ধরাত্রাদি যোগাপেক্ষয়া কদাচিদ্বিদ্ধোপবাসপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, তথা তত্তদ্‌যোগাভাবে ব্রতলোপপ্রসঙ্গোঽপি ভবেৎ, তচ্চাযুক্তং, অগ্রে বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ, তথা ব্রতস্য নিত্যত্বাচ্চ। সত্যং, তত্তৎযোগশ্চ ফলবিশেষার্থ এব জ্ঞেয়ঃ, নতু ব্রতে অবশ্যমপেক্ষণীয়ঃ; অতস্তদ্‌যোগাভাবেঽপি কেবলাষ্টম্যামেব ব্রতং বিধেয়মিতি॥" পুনশ্চ ১৫।১৭৮ টীকায়—সর্ব্বত্রৈকাদশী-রামনবমী-নৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাদৌ বৈষ্ণবানাং বিদ্ধাবর্জ্জনাৎ।" অনন্তর—১৫।১৮০ টীকায়—"শিবরাত্রৌ বিদ্ধা-ত্যাগবচনদ্বয়ঞ্চ পূর্ব্বদিনে

অথ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা।

(অন্নকূট যাত্রা)

কার্ত্তিকী শুক্লা-প্রতিপৎ তিথিতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা হইয়া থাকে। এই প্রতিপৎ যদি চন্দ্রদর্শনযোগ্য দ্বিতীয়াযুক্ত হয়, তবে অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদে পূজাদি হইবে। তথাহি—

শ্রীকৃষ্ণদাস বর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।
শুক্ল প্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥
১৬।১১৮

গবাং ক্রীড়াদিনে যত্র রাত্রৌ দৃশ্যতে চন্দ্রমাঃ।
সোমো রাজা পশূন্ হন্তি সুরভী-পূজকাং স্তথা। ঐ

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাসগণের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনই প্রধান। কার্ত্তিকী শুক্লা-প্রতিপদের প্রভাতে গোবর্দ্ধন অর্চ্চনা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। যে দ্বিতীয়ায় চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা তাহাতে প্রতিপদের যোগ হইলে সেইদিন গোক্রীড়া নিষিদ্ধ। গোক্রীড়নদিনে নিশাভাগে চন্দ্র দৃষ্ট হইলে সোমরাজ শশাঙ্কদেব পশুগণকে এবং গোপূজকগণকে বিনাশ করেন।

চতুর্দ্দশ্যাঃ প্রদোষব্যাপ্তাদৌ॥" এই সকল স্থলের আলোচনায় কোন ক্রমেই বিদ্ধাব্রত যে সঙ্গত নহে, তাহা বেশ বোধগম্য হইয়া থাকে। ঐ ঐ স্থলে উদয়ে ত্রয়োদশী থাকিলে উহা ত্যাগ করিয়া জন্মাষ্টমী যেমন শুদ্ধা নবমীতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তদ্রূপ চতুর্দ্দশী-ত্যাগে অমাবস্যায় ব্রত হইবে, ব্রত লোপ করিবে না—এইরূপ গ্রহণ করার অভিপ্রায় বুঝাইতেছে।

প্রতিপৎ যদি এয়োদশ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকে অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রিযাম পর্য্যন্ত থাকে, তবে সেই দিন চন্দ্র দর্শন হয় না; যদি ইহার ন্যূন হয়, তবে চন্দ্র দর্শন ঘটিবে।

প্রতিপত্যাপরাহ্নিক ত্রিমুহূর্ত্ত ব্যাপিন্যাং দ্বিতীয়ায়াং চন্দ্রদর্শনং সম্ভাব্যতে। সার্দ্ধত্রিযামিকা নন্দা চেত্তদা তদ্দিনে চন্দ্রদর্শনাভাবঃ।

অর্থাৎ প্রতিপৎ দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্ব কাল ব্যাপিয়া যদি অপরাহ্ন ত্রিমুহূর্ত্ত (দিনমানের $\frac{৩}{১৫}$) ব্যাপিনী দ্বিতীয়া হয়, তবে সেই দ্বিতীয়াতে চন্দ্রদর্শন হইয়া থাকে। আর যদি দিনমানের $\frac{১৩}{১৫}$ ভাগের উপরে প্রতিপৎ থাকে, তবে সেই দিনে চন্দ্রদর্শন হইবে না।

অথ রাসোৎসবঃ।

এই উৎসব শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত হয় নাই। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতই এই বিষয়ের অবলম্বন। প্রত্যেক পূর্ণিমাতেই রাস হয়। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতেই সমারোহের সহিত রাসোৎসব করিয়া থাকেন। ইহাকে **হেমন্তরাস** বলে এবং আশ্বিনী পূর্ণিমায় যে রাস হয়, তাহাকে **শারদরাস** বলা হয়। সমস্ত রাসই **রাকা** পূর্ণিমাতে বিহিত হইবে।

তথাহি শ্রীদশমে—

"রাকেশ কররঞ্জিতম্॥"

"দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তম খণ্ডমণ্ডলম্॥"

তথাচ শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীসনাতনী শ্রুতিঃ—

কুমারীষু চ "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" ইতি প্রতিশ্রুতা রাত্রী বীক্ষ্য তত্রাপি **"রাকা"** রাত্রে রাগমনারম্ভে দীপ্তানুরাগত্বেন গলিত-ধৈর্য্যতয়া তচ্চক্র ইতি প্রতিপত্তেঃ॥ ২৯।১

তস্যাং **"রাকায়াং"** সায়ং গৃহমাগতো ভোজনাদিকং বিধায় মাতুঃ স্থানাৎ শয্যাগৃহচন্দ্রশালিকা দ্বারমাগতঃ সন্ সদ্যঃ সম্পাদ্যত্বেন নিশ্চিতবান্ ইত্যর্থঃ॥ ২৯।১

বিশেষণ লিপ্‌সন্ পূর্ণচন্দ্রাভিপ্রায়েণ ততো **"রাকে-বেন্দুং" তিথিঃ।** উৎফুল্ল মল্লিকা রাত্রী বীক্ষ্যেতিবৎ তস্যাপ্যুদ্দীপনত্বেন সহজোদ্‌গমোচিত্যাৎ। **"রাকেশ"** কররঞ্জিতমিতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তত্তিথাবেব তাৎপর্য্যাৎ। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইল যে **রাকা** পূর্ণিমাতেই শ্রীভগবান্ রাসলীলা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌরেশ্বর-বৈষ্ণবগণও **রাকা** পূর্ণিমাতেই রাসোৎসব করিয়া থাকেন।

রাকা পূর্ণিমা কাহাকে বলে? পূর্ণিমার দুইটী সংজ্ঞা—(১) **অনুমতি** ও (২) **রাকা**; যথা—

"কলাহীনে সানুমতিঃ পূর্ণে রাকা নিশাকরে॥"

অর্থাৎ যে পূর্ণিমাতে চন্দ্রমা হীনকলা (খণ্ডমণ্ডল ভাবে উদিত হয়, তাহার নাম অনুমতি; আর যে পূর্ণিমায় চন্দ্রমা পূর্ণকলায় (অখণ্ডমণ্ডল ভাবে) উদিত হয়, তাহার নাম রাকা পূর্ণিমা।

তথাহি—

যা পূর্ব্বা পৌর্ণমাসী সানুমতিঃ।
যোত্তরা সা রাকেতি শ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বতিথি (চতুর্দ্দশী) বিদ্ধা যে পূর্ণিমা—তাহাই অনুমতি আর পরতিথি (প্রতিপৎ) বিদ্ধা যে পূর্ণিমা, তাহার নাম রাকা।

অপরঞ্চ—

রাকা চানুমতী চৈব দ্বিবিধা পূর্ণিমা মতা।
পূর্ব্বোদিতে কলাহীনে পৌর্ণমাস্যা নিশাকরে॥
পূর্ণিমা সানুমতী জ্ঞেয়া পশ্চাস্তমিত-ভাস্করে।
তস্মাত্তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
তস্মাদনুমতী নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা॥

অর্থাৎ পূর্ণিমা দুই প্রকার—অনুমতি ও রাকা। যে পূর্ণিমাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে হীনকল (খণ্ডমণ্ডল) চন্দ্রের উদয় হয়, তাহার নাম—অনুমতি পূর্ণিমা। পিতৃগণ সহ দেবতারা ইহাকে অনুমতি-নামক প্রথমা পূর্ণিমা বলিয়া অনুমোদন করেন।

যদা চাস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণচন্দ্রস্য চোদ্গমঃ।
যুগপৎ সোত্তরা রাগাৎ তদা রাকেতি পূর্ণিমা॥
রাকাং তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়োঽব্রুবন্॥

অর্থাৎ যে পূর্ণিমাতে সূর্য্যাস্তের পরে পূর্ণ (অখণ্ডমণ্ডল) চন্দ্রের উদয় হয়, তাহার নাম—রাকা পূর্ণিমা। আর যে পূর্ণিমায় যুগপৎ সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় হয়, তাহার পূর্ব্বভাগ—অনুমতি ও উত্তরভাগ—রাকা। পিতৃগণ সহ দেবতারা ইহাকেই রাকা বলিয়া অনুমোদন করেন। এই পূর্ণিমাতে চন্দ্রের অতিশয় শোভাবৃদ্ধি হয় বলিয়া কবিগণ ইহাকে "**রাকা**" পূর্ণিমা বলেন।

মোট কথা—চন্দ্রের উদয়কালের ষোড়শ ভাগের এক এক

ভাগ এক এক তিথিতে উদয় হয় ও অস্ত যায়। সেই মতে প্রতিপদে এক কলা ১/১৬, দ্বিতীয়াতে দুই কলা ২/১৬ ইত্যাদি ক্রমে চতুর্দ্দশীতে ১৪/১৬ এবং শেষে পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ কলাদ্বয় পূর্ণ হয় অর্থাৎ অনুমতি পূর্ণিমাতে (পূর্ব্বার্দ্ধে) পঞ্চদশ কলা ১৫/১৬; ইহাতে এক কলাহীন খণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমার উদয় হয়। আর রাকা পূর্ণিমাতে (উত্তরার্দ্ধে) ষোড়শকলাত্মক ১৬/১৬ সম্পূর্ণকলা হেতু অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমার উদয় হয়। এই প্রকার কৃষ্ণপক্ষেও প্রতিপৎ হইতে এক কলা করিয়া ক্ষয় হইতে হইতে চতুর্দ্দশীতে চতুর্দ্দশকলা ক্ষয় হয়। **সিনিবালী** অমাবস্যায় পঞ্চদশকলা ১৫/১৬ ক্ষয় হয়, সুতরাং সিনিবালীতে (অর্থাৎ চতুর্দ্দশীবিদ্ধা অমাবস্যাতে) প্রাতঃকালে চন্দ্রদর্শন হয়। **কুহুতে** ষোড়শ কলাই ১৬/১৬ ক্ষয় হয়, অতএব সেই দিন কোনও সময়েই চন্দ্রদর্শন হয় না।

প্রকৃত কথা এই যে, সূর্য্যাস্তের পরে বা সমকালীন অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রমা যেই দিনে উদিত হইবে, সেই দিনেই শ্রীরাসোৎসব হইবে। অতএব শ্রীপাদ সনাতন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে—

"রাকৈবেয়ং তিথিঃ" (রাকা+**এব**+ইয়ং), "এব" কার দ্বারা নিশ্চয়ার্থ প্রকাশ হইল।

যদি পূর্ণিমার ক্ষয় হয় অর্থাৎ ত্র্যহস্পর্শ হয়, চতুর্দ্দশী ও প্রতিপৎ উভয়মিশ্র পূর্ণিমা হওয়াতে অনুমতি ও রাকা একদিনে হইবে; সুতরাং উহার শেষভাগ রাকাতেই শ্রীরাস হইবে। যথা—

চতুর্দ্দশী—২ দণ্ড;
পূর্ণিমা—৫৬ দণ্ড;
পরে প্রতিপৎ—২ দণ্ড;
একুনে—৬০ দণ্ড।

এই দিন ৩০ দণ্ডের পরে শেষভাগে (রাকাতে) শ্রীরাস হইবে। আর যদি—

চতুর্দ্দশী—৪ দণ্ড
পূর্ণিমা—৫৬ ,,

পরদিন সূর্য্যোদয় হইতেই প্রতিপৎ হয়,—তবে এই দিনে ৩২ দণ্ডের পরে রাকাতে রাসোৎসব হইবে।

এই স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, রজনীকৃত্য রাস-রজনীতে পূর্ণিমার অভাবে কিরূপ বিধি অনুসারে হইবে ? (অর্থাৎ কোন্ তিথির উল্লেখ করিয়া সংকল্প করিতে হইবে ?)

ইহা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাম নবমী বা শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ন্যায় জানিতে হইবে। অর্থাৎ জন্মবাসর যেমন পূর্ব্বতিথি বিদ্ধা হইলে শুদ্ধপর তিথিতে তাহাদের বিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে সেই সেই স্থানে যেরূপ বিধি নিয়ম লিখিত আছে, তাহা অনুসন্ধান করিবেন। আমাদের এই গ্রন্থে কেবল ব্রত-দিনাদির সময় নিরূপণ করা হইয়াছে মাত্র। বিধি ও প্রয়োগ লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

এই প্রকারে **পূর্ণিমাবিহিত** যত প্রকার উৎসবাদি বিহিত আছে, তাহা **রাকাতেই** এবং **অমাবস্যাবিহিত** যত প্রকার উৎসবের বিধান রহিয়াছে, তাহা **কুহূতেই** হইবে।

অথ শ্রীগৌরপূর্ণিমা।

ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ও প্রদোষকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হয়। এই ব্রতেও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর

ন্যায় পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিতে হইবে এবং সংযমন পারণাদিও জন্মাষ্টমীর ন্যায়ই বুঝিতে হইবে। * (এই দিনে দোলপূজাও হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যান্য পূর্ব্ববৎ।)

অথ শ্রীঅদ্বৈত সপ্তমী।

মাঘীশুক্লা-সপ্তমীতে শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব হয়। এই ব্রতেও পূর্ব্ববৎ পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিতে হইবে। সংযমন পারণাদিও পূর্ব্ববৎ।

অথ শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী।

মাঘীশুক্লা-ত্রয়োদশীতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব। এই ব্রতেও পূর্ব্ববৎ পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগ করিবে এবং সংযমন পারণাদিও

---

* সর্ব্বাসাং তু জয়ন্তীনাং শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণাষ্টমী মতা।
যস্মাৎ সন্নিহিতাত্যন্তং তত্রৈবোপবসেন্নরঃ॥
সর্ব্বাস্বপি জয়ন্তীষু পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ।
সান্নিধ্য এব কর্ত্তব্য উপবাসো ন দূরগঃ॥
(ভারদ্বাজ-সংহিতা)

এই বচন-প্রমাণ-মূলে অতিদেশ ন্যায়ে শ্রীগৌরপূর্ণিমাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপবাস বিহিত হইতেছে। ইহা পূর্ব্বেও বিশদীকৃত হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎ হইবে। কিন্তু ইহাতে **বিশেষ কথা** এই যে, যদি পূর্ব্ব একাদশী অর্থাৎ মাঘী শুক্লৈকাদশীর উপবাস বিশেষ কারণে দ্বাদশীতে হয়, এবং পরদিনে শুদ্ধা (অবিদ্ধা) ত্রয়োদশী হয়, অর্থাৎ উভয় উপবাসের মধ্যে পারণ করিবার দিন না থাকে, তবে শ্রীবামনদ্বাদশীর ন্যায় পূর্ব্বোপবাসেই সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বথা শ্রীবামনদেবের ন্যায় ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পূজাদি হইবে। যথা—

রবিবার দশমী—৫৭ দণ্ড

সোমবার একাদশী—৫৫ দণ্ড

মঙ্গলবার দ্বাদশী—৫২ দণ্ড

বুধবার ত্রয়োদশী—৫০ দণ্ড

এরূপস্থলে সোমবার অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী হওয়াতে মঙ্গলবারেই একাদশ্যুপবাসাদি হইবে। বুধবার ত্রয়োদশী সত্ত্বেও পারণাভাবে (বামনদ্বাদশীবৎ) মঙ্গলবার একাদশীর উপবাসেই উহা সিদ্ধ হইবে এবং মঙ্গলবার রাত্রিশেষে ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রীনিত্যানন্দের পূজাভিষেকাদি হইবে। **কদাচ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ উপবাসদ্বয় করিবেন না।** এই প্রকারে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক (পারিবারিক) আদিগুরুর (নিত্যসিদ্ধগুরুর) আবির্ভাব-তিথিতে ব্রতোপবাস ও তিরোভাব-তিথিতে উৎসবাদি করিবে। *

"ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেই মত তিথির চরিত্র॥"

---

* শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব-তিথি—বৈশাখী কুহূ অমাবস্যা। শ্রীঠাকুর জগন্নাথের জন্মতিথি—শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী।

কুব্যাখ্যা-নিরাকরণ।

পরলোকগত কোন একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্য্য জন্ম-বাসর ও হরিবাসর উভয়কেই হরিবাসর স্বীকার—অরুণোদয় পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগই সাধারণ বৈষ্ণবব্রতে ব্যবস্থা করিতেন। এই স্বকপোলকল্পিত মত রক্ষার জন্য বহু শাস্ত্র-যুক্তি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যপাদের মূল কথা ছিল—শ্রীহরিভক্তিবিলাসীয় ১২।১২০ ধৃত স্কন্দ পুরাণীয় বচন—

প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ।
সংপূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতাঃ॥

এই বচনের '**হরিবাসর**' শব্দটীকে সমস্ত বৈষ্ণবোপবাস ব্রতপর অর্থ করিতেন!! হরেঃ বিষ্ণোঃ বাসরঃ ইতি হরিবাসরঃ—এই **যৌগিক** অর্থ প্রয়োগ করিয়া উক্ত বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে প্রতিপৎ প্রভৃতি সমস্ত তিথিই রবির এক উদয় হইতে আরব্ধ হইয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত ৬০ দণ্ড মান সম্পূর্ণ। এতদতিরিক্ত বৃদ্ধিটুকু মল, সুতরাং অগ্রাহ্য। কিন্তু যদি উক্ত তিথির মধ্যে কোন তিথি ভগবদাবির্ভাব তিথি হয়, তাহার নাম ও "হরিবাসর" হয় এবং ঐ আবির্ভাব তিথিরও একাদশীর ন্যায় মানবৃদ্ধি হয় (অর্থাৎ মল থাকে না)। অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হইয়া পূর্ব্বাপরদিবসে যে টুকু বৃদ্ধি হয়, তাহাও গ্রাহ্য। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতেন!!!

এই স্কান্দোক্ত বচনের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ সনাতন টীকাতে লিখিয়াছেন— "**হরিবাসরঃ একাদশী**"; অতএব হরিবাসর শব্দের অর্থ একাদশীতেই রূঢ়। "রূঢ়ির্ভবেদ্ যৌগিকাপহারিণী।" ইতি হি শাব্দিকাঃ। অর্থাৎ রূঢ়িশক্তি যৌগিক শক্তিকে অপহরণ করে। এই ত গেল এই বচন। ইহার পরিষ্কার ব্যবস্থা ১৫শ বিলাসে (হ, ভ, বি) যথা—

পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৭৪॥

অস্য টীকায়াং—নন্দা একাদশী শ্রবণান্বিতাপি। অত্র চ "যথা" শব্দ বলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে। অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা, তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। (ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ—তঞ্চ দ্রঢ়য়তি)। অতো রোহিণীং বিনাপি নবম্যেব উপোষ্যা। অতএবোক্তং স্কান্দে—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় শুদ্ধাং নবমীমুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ ইত্যাদি

অনেনাভিপ্রায়েণৈব পাদ্ম-স্কান্দাদৌ নবমীযুতাপীতি অষ্টম্যুপবাসস্য প্রাশস্ত্যমুক্তং ইতি।

(উত্তরয়তি) তচ্চ ন সুসঙ্গতম্। (হেতুং দর্শয়তি) **একাদশীতরাশেষতিথীনাং সূর্য্যোদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাপ্রসিদ্ধেঃ ॥** তচ্চ পূর্ব্বং সম্পূর্ণা লক্ষণে লিখিতমেব।

অর্থাৎ পূর্ব্ববিদ্ধা একাদশী (যথা) যেমন ত্যাগ করিতে হয়,

সেইরূপ পূর্ব্ববিদ্ধা জন্মাষ্টমীও ত্যাগ করা হউক—এই বচনের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন কহিতেছেন—"যথা" শব্দ প্রয়োগ-বশতঃ কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে 'অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী যেমন ত্যাজ্যা, তেমনই অরুণোদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমীও ত্যাজ্যা হউক!' (এই **পূর্ব্বপক্ষ** এবং ইহাকে প্রমাণ দ্বারা আরো দৃঢ় করিতেছেন।) অতএব রোহিণীহীনা শুদ্ধা নবমীই উপবাসের যোগ্যা হয়। স্কন্দপুরাণেও লিখিত আছে "সকলামপি" অত্যল্প ও সপ্তমী বিদ্ধা হইলে রোহিণী-যুক্তা জন্মাষ্টমীও ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা (অর্থাৎ অষ্টমীস্পর্শশূন্যা) নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে। এই অভিপ্রায়েই পাদ্ম ও স্কান্দ বচনাদিতে "নবমীযুক্তা ও" এই শব্দ দ্বারা অষ্টমীর উপবাসের প্রাশস্ত্য বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহার **উত্তর** করিতেছেন—ইহা কোনও ক্রমেই সুসঙ্গত নহে। যেহেতু—একাদশীর ইতর (ভিন্ন) যতগুলি তিথি আছে, তাহারই রবির এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ (৬০ দণ্ড) মান হয়, অতএব অরুণোদয় বেধ অসম্ভব। অর্থাৎ পূর্ব্ব অরুণোদয় কালে যে তিথিটুকু থাকে, তাহা মানের মধ্যেই গণ্য নহে। এই কথা "সম্পূর্ণা" লক্ষণে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ "প্রতিপৎ—প্রভৃতয়ঃ" ইত্যাদি স্কান্দোক্ত বচনের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। (এই গ্রন্থ ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতএব শ্রীপাদ গোস্বামীগণ স্পষ্ট ব্যবস্থা করিলেন এই যে—

জন্মবাসর (অর্থাৎ ভগবদাবির্ভাব তিথি) **সূর্য্যোদয় বিদ্ধা ত্যাজ্যা** আর **হরিবাসর**

(একাদশী ব্রত) অরুণোদয় বিদ্ধা ও ত্যাজ্যা ঃ

তথাহি—

"অরুণোদয়বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধংপরিত্যজেৎ॥"

(প্রমেয়রত্নাবলী)

অথ শ্রীহরিবাসর।

শ্রীহরিবাসর ব্রত দুই প্রকার। একাদশী ও দ্বাদশী। প্রথমতঃ একাদশীর বিষয় বলা যাইতেছে। একাদশী ব্রতের সাধারণ নিয়ম এই যে একাদশীর অন্ত্যভাগ ও দ্বাদশীর আদ্যভাগ যে অহোরাত্রে হইবে, সেই অহোরাত্রেই একাদশীর উপবাস হইবে। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

"দ্বাদশী মিশ্রিতা গ্রাহ্যা সর্ব্বত্রৈকাদশী তিথিঃ॥" ১২।১৪৯

কিঞ্চ—

সর্ব্বত্রৈকাদশী কার্য্যা দ্বাদশী মিশ্রিতা নরৈঃ॥ ঐ।১৫১

ইত্যাদি বহু প্রমাণ আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈষ্ণব ব্রত মাত্রেই পূর্ব্ববিদ্ধাত্যাগ করিতে হইবে। বিদ্ধার বিষয়ও পূর্ব্বেই (২১ পৃঃ) কথিত হইয়াছে। তবে শ্রীহরিবাসরে একটু **বিশেষ** আছে। হরিবাসরে অরুণোদয়কাল যদি দশমী বিদ্ধ হয়, তবেও সেই একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। কেননা, প্রতিপৎ প্রভৃতি সকল তিথিরই মান ৬০ দণ্ড, কিন্তু একাদশীর মান—৬৪ দণ্ড। অন্য তিথির

৬০ দণ্ডের অধিক টুকু মল সংজ্ঞা হয় ও কোন কার্য্যকরী হয় না, কিন্তু একাদশীর মল ও কার্য্যকরী। যথা—

"অকর্ম্মণ্যাং তিথিমলং বিদ্যাদৈকাদশীং বিনা।"

অর্থাৎ সমস্ত তিথিরই মল অকর্ম্মণ্য, কিন্তু একাদশীর মলও উপাদেয়। এখন ব্যবস্থা স্থির হইল এই যে—অরুণোদয় বেলার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে একাদশী প্রবৃত্ত হইয়া অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে যদি কিঞ্চিৎ দ্বাদশীযুক্তা হয়, তবেই সেই অহোরাত্র উপবাসের যোগ্য হয়।

এখন **অরুণোদয় কাল** কাহাকে বলে? উত্তর—

স্কান্দে—উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। ১২।১৩৫

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—চতস্রো ঘটিকা প্রাত অরুণোদয় উচ্যতে।

অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের চারি ঘটিকা (ষষ্ঠীপলাত্মিকা দণ্ডের চারিদণ্ড) কালকে অরুণোদয় বেলা কহে। যথা—

শনিবার—দশমী ৫৫।৫০ পল;

রবিবার—একাদশী ৫৯।৬০ পল;

এইরূপ স্থলে রবিবার উপবাস হইবে। আর যদি—

শনিবার—দশমী ৫৬।২ পল;

রবিবার—একাদশী ৫১ দণ্ড হইয়া পরে দ্বাদশী হয়, তবে রবিবার অরুণোদয় দশমীবিদ্ধা একাদশী হেতু সোমবারেই উপবাস হইবে।

অরুণোদয়কালে দশমীবিদ্ধা একাদশ্যুপবাস নিষেধক বহুল

প্রমাণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে। আমরা এইস্থলে একটী মাত্র প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি। (ভবিষ্যে)

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।

ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্ম কামার্থ নাশিনী ॥১২।১৩৬॥

অর্থাৎ অরুণোদয়কালে যদি দশমী দেখা যায়, তবে সেইদিন একাদশীর উপবাস করিবেনা; কারণ, সেই একাদশী ধর্ম্ম-কামার্থ নাশিনী হয়।

অথ পারণ-ব্যবস্থা।

একাদশীর পারণ-কালের সাধারণ নিয়ম এই— **পরদিনে দ্বাদশীর প্রথম পাদান্তে দ্বাদশী মধ্যে কর্ত্তব্য।** অর্থাৎ দ্বাদশীর প্রবৃত্তি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সময়কে চারিভাগ করিয়া প্রথমভাগ ত্যাগে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে। যথা—(বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে)

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরঃ সংজ্ঞকঃ।

তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ। ১৩।১০৪

ক্বচিচ্চ—

দ্বাদশ্যেকাদশীযোগে বিখ্যাতো হরিবাসরঃ।

একাদশ্যান্তপাদশ্চ দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্ব এব হি।

হরিবাসরঃ ইত্যাহুঃ ভোজনং ন সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—দ্বাদশীর প্রথমপাদকে হরিবাসর কহে। তাহা লঙ্ঘন পূর্ব্বক পারণ করাই হরিপরায়ণের

কর্ত্তব্য। গ্রন্থান্তরেও লিখিত হইয়াছে যে—একাদশীযোগ হেতু দ্বাদশী হরিবাসর বলিয়া অভিহিত। সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, একাদশীর শেষ পাদ ও দ্বাদশীর আদ্যপাদ হরিবাসর নামে কীর্ত্তিত, উহাতে ভোজন নিষিদ্ধ।

আর যদি পারণ-দিনে দ্বাদশী অত্যল্প থাকে, (অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক আহ্নিকাদি দ্বাদশী মধ্যে সম্পন্ন হইতে না পারে) তবে নির্ম্মাল্য, তুলসী বা চরণামৃত দ্বারা পারণ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে হইবে। "তুলসীং প্রাশ্য পারণং।" অথবা একাদশীর উপবাসের দিন অর্দ্ধরাত্রের পর (পরদিনের) স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্য সমাধা করিয়া প্রত্যূষে দ্বাদশী মধ্যে তুলস্যাদি দ্বারা পারণ করিবে। যথা—(স্কান্দে)

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভু-শাসনাৎ।
১৩।১৩১

অর্থাৎ মহাদেবের এইরূপ অনুশাসন আছে যে অর্দ্ধকলা মাত্র দ্বাদশী দৃষ্ট হইলে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্বদিনে নিশীথ সময়ের পর নিষ্পাদন করিবে।

আর যদি বিদ্ধাদি হেতু শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস হয়, অর্থাৎ (পারণ দিনে দ্বাদশী না থাকে) তবে ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে। ইহার প্রমাণাদি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যথেষ্ট আছে। বাহুল্য হেতু এখানে উল্লেখ করা হইলনা।

এই যে একাদশীর ব্যবস্থাদি লিখিত হইল—ইহাতে শুক্লা ও

কৃষ্ণায় কোনও ইতর বিশেষ নাই, * উভয় একাদশীরই সমান ব্যবস্থা। আর উদাসীন, গৃহস্থ (পুত্রবান্, অপুত্রক), স্ত্রী (কুমারী, সধবা, বিধবা), ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই সমান। † ইহা সমস্ত বৈষ্ণব ব্রতের সাধারণ কথা।

অথ মহাদ্বাদশীব্রত।

দ্বাদশী ব্রতকে **মহাদ্বাদশী** কহে—এই মহাদ্বাদশী আটটী ; যথা—

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥

---

* যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যে তে মনুতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে।
ইতি তত্ত্বসাগরে অভিধানাৎ।

স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যোঃ সিতাসিতে ॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)।

† গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি র্যতি র্গৃহী।
... ...
স পুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈ র্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়ো রুভয়োরপি ॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)।

ইহার আদ্য চারিটী কেবল তিথিঘটিত এবং অন্ত্য চারিটী তিথি ও নক্ষত্র উভয় ঘটিত হইয়া থাকে।

উন্মীলনী দ্বাদশী।

একাদশী অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ভোগ করিয়া (৬০ দণ্ড হইয়া) যদি পর দিনেও কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়, তবে সেই একাদশীমিশ্র দ্বাদশীকে **উন্মীলনী মহাদ্বাদশী** কহে। তথাচ— (হ, ভ, বি)

সম্পূর্ণৈকাদশী প্রাত র্দ্বিতীয়েঽহ্নি প্রবর্দ্ধতে।
উন্মীলনীতি সা প্রোক্তা পাপপঙ্কৌঘনাশিনী॥
১৩। ১২৩

অপরঞ্চ—একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥১৩।১২৭

অর্থাৎ যদি একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা না হইয়া পরদিনে নির্গত হয়, অথচ দ্বাদশী বৃদ্ধি না হয়, তবে ঐ দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী কহে। যথা—

শনিবার দশমী—৫৫।৫০ পল
রবিবার একাদশী—৬০।০
সোমবার একাদশী—০।১০ পল
পরে দ্বাদশী।

এই সোমবারস্থ একাদশীকেই উন্মীলনী মহাদ্বাদশী কহে। এইরূপ স্থলে সোমবারেই উপবাস হইবে। এই উন্মীলনী ব্রত পূর্ব্ব-

লক্ষণাক্রান্ত একাদশী ব্রতের প্রকার ভেদ মাত্র ; নচেৎ রবিবার দ্বাদশীর অভাবে বিশেষতঃ একাদশীর মলই গ্রাহ্যহেতুক সোমবারই উপবাস হইবে; ইহাই সর্ব্বসম্মত। ইহার পারণ মঙ্গলবার দ্বাদশী মধ্যে হইবে। আর যদি—

রবিবার দশমী—৫৫।৫০ পল

সোমবার একাদশী—৬০।০ হইয়া ক্ষান্ত হয় এবং

মঙ্গলবার সূর্য্যোদয় হইতেই দ্বাদশী হয়—

তবে সোমবার দ্বাদশীর অভাবে মঙ্গলবার শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস হইবে।

ব্যঞ্জনীব্রত (বঞ্জুলী ব্রত)

দ্বাদশী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, (অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিনে ও কিঞ্চিৎ থাকে) তাহার নাম—

ব্যঞ্জনী মহাদ্বাদশী। যথা—

দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা।

বঞ্জুলী ত ভৃগুশ্রেষ্ঠ! কথিতা পাপনাশিনী॥

১৩।১০৭

যথা— শনিবার দশমী—৫৫।৫০ পল ;

রবিবার একাদশী—৫৯।১০ „

সোমবার দ্বাদশী—৬০।০ „

মঙ্গলবার ... —৩।৫০ পল।

এইরূপস্থলে সোমবার ব্যঞ্জনী (বঞ্জুলী) মহাদ্বাদশী হইবে। অতএব রবিবার সংযমন (অর্থাৎ দিবায় ভোজন) করিয়া সোমবার

উপবাস করিবে এবং মঙ্গলবার দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে। আর যদি সোমবার দ্বাদশী ৬০ দণ্ড হইয়াই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয় হইতেই ত্রয়োদশী হয়, তবে আর বঞ্জুলী হইবেনা। রবিবারই অবিদ্ধা দ্বাদশীযুক্তা একাদশী হওয়ায় উপবাস হইবে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

যথা— শনিবার দশমী—৫৫।৫০ পল।
রবিবার একাদশী—৫৯।১০ পল।
সোমবার দ্বাদশী—৬০।০ পল।
মঙ্গলবার ত্রয়োদশী—৫৬।১৫ পল।

এমনস্থলে রবিবারেই উপবাস হইবে।

ত্রিস্পৃশা ব্রত।

প্রাতঃকালে একাদশী, মধ্যে দ্বাদশীর ক্ষয়, শেষ রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ত্রয়োদশী দৃষ্ট হইলে ইহাকে **ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী** কহে। যথা—

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশা সা তু বিজ্ঞেয়া দশমী সংযুতা নহি॥ ১৩।১৪৭

যথা— শনিবার দশমী—৫৫।৫০ পল।
রবিবার একাদশী—৬০।০ পল।
সোমবার ,, ০।৩০ পল।
পরে দ্বাদশী—৫৮।০ পল।
পরে ত্রয়োদশী—১।৩০ পল।

এইরূপস্থলে সোমবার ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস হইবে এবং মঙ্গলবার ত্রয়োদশীতে পূর্ব্বাহ্ণে পারণ হইবে। ইহাও একাদশী ব্রতের প্রকারভেদ মাত্র এবং সর্ব্বশাস্ত্রাদি-সম্মত।

পক্ষবর্দ্ধিনী ব্রত।

অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ৬০ দণ্ড ব্যাপিনী হইয়া সম্পূর্ণা দৃষ্ট হইলে অথচ প্রতিপদে কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলে, তৎপূর্ব্ব দ্বাদশীর নামই **পক্ষবর্দ্ধিনী**। সুতরাং অবিদ্ধা একাদশীকে ত্যাগ করিয়াও ঐ দ্বাদশীতে ব্রতোপবাস করিবে। যথা—(হ, ভ, বি,)

অমা বা যদি বা পূর্ণা সম্পূর্ণা জায়তে যদা।
ভূত্বা চ ষষ্টিঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে॥১৩।১৫৪

অন্যত্র—কুহূরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥ঐ।১৩৯

যথা।—শনিবার দশমী—৫০ দণ্ড
রবিবার একাদশী ৫২ „
সোমবার দ্বাদশী ৫৪ „
মঙ্গলবার ত্রয়োদশী ৫৬ দণ্ড
বুধবার চতুর্দ্দশী ৫৯ দণ্ড
বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ৬০ দণ্ড
শুক্রবার „ „ ৪ „

এরূপ স্থলে সোমবার পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী হইয়াছে অতএব রবিবার অবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়াও সোমবারেই

উপবাস হইবে। আর যদি বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, ৬০ দণ্ড হইয়াই নিবৃত্ত হয়, শুক্রবারে কিঞ্চিৎ মাত্রও না থাকে, সূর্য্যোদয় হইতেই প্রতিপৎ আরম্ভ হয়, তবে রবিবারই উপবাস হইবে। সোমবার দ্বাদশীর মান ৬২ দণ্ডকে ৪ ভাগ করিয়া প্রথমভাগ ১৫ দণ্ড ৩০ পল ত্যাগে পারণ হইবে। ইহাও সর্ব্বসম্মত।

এক্ষণে তিথিও নক্ষত্রঘটিত মহাদ্বাদশী চতুষ্টয়ের বিষয় বলা হইতেছে।

জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।

অথ জয়া মহাদ্বাদশী।

দ্বাদশ্যান্তু সিতেপক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ ?
নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥
১৩।১৫৬

শুক্লাদ্বাদশীর সহিত যদি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হয় তবে জয়া নাম্নী মহাদ্বাদশী হয়।

অথ বিজয়া মহাদ্বাদশী।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ
১৩।১৫৬

শুক্লাদ্বাদশীর সহিত যদি **শ্রবণা** নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে **বিজয়া** নাম্নী মহাদ্বাদশী হইয়া থাকে।

অথ জয়ন্তী মহাদ্বাদশী।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং **প্রাজাপত্যং** প্রজায়তে।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥১৩।১৬১

শুক্লা দ্বাদশীর সহিত যদি **রোহিণী** নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে **জয়ন্তী** নাম্নী মহাদ্বাদশী হয়।

অথ পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং **পুষ্যা** ভবতি কর্হিচিৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা **পাপনাশিনী**॥
১৩।১৭১

শুক্লা দ্বাদশীতে যদি **পুষ্যা** নক্ষত্রের মিলন হয়, তবে তাহা **পাপনাশিনী** নাম্নী মহাদ্বাদশী হয়।

এক্ষণে শুক্লা দ্বাদশীর সহিত নক্ষত্র চতুষ্টয়ের কিরূপ যোগ তাহা কথিত হইতেছে—(হ, ভ, বি—১৩।১১৫)

অথ ঋক্ষ প্রযুক্তানাং ব্রতকর্ত্তব্যতা যথা।
জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে॥
ভাণ্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমা ন্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতোচিতী॥ ১

কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণযোগ্যতা ॥ ২

এই দুইটি কারিকাদ্বারা শ্রীপাদ গোস্বামী উপবাস যোগ্য অহোরাত্রে নক্ষত্র কত সময় পর্য্যন্ত অবস্থিত হইলে তাহা ব্রতযোগ্য হইবে—তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং এই কারিকাদ্বয়ই নক্ষত্রঘটিত মহাদ্বাদশীব্রত চতুষ্টয়ের বিশেষ নিয়ামক। অতএব ইহাদের সবিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিথি ও নক্ষত্রের উদয়াস্ত একই রবিচন্দ্রের উদয়াস্ত দ্বারা হইয়া থাকে। সুতরাং তিথি ও নক্ষত্রের পরস্পর যোগ আছে। যথা রোহিণী, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা এই নক্ষত্রত্রয়, সম্ভবতঃ পৌষী, মাঘী ও ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশী ভিন্ন অন্য কোন শুক্লাদ্বাদশীর সহিত যোগ হইতে পারেনা। এবং শ্রবণা নক্ষত্রও ভাদ্রী শুক্লাদ্বাদশী (পার্শ্বৈকাদশীর পরবর্ত্তী বামনদ্বাদশী) ভিন্ন অন্য শুক্লাদ্বাদশীর সহিত যোগ হয় না। সুতরাং জয়াদি মহাদ্বাদশী সম্বৎসরে একটী ব্যতীত দুইটী হওয়া অসম্ভব। তিথির যেমন সম্পূর্ণ, অধিক, ক্ষয়, ও সাধারণ এই চারিটী সংজ্ঞা আছে, নক্ষত্রের ও ঠিক সেইরূপ (সম্পূর্ণ, অধিক, ক্ষয় ও সাধারণ) সংজ্ঞা আছে।

এক্ষণে **প্রথম কারিকার অর্থ** এই যে—যদি সূর্য্যোদয়ের ঠিক সমকালে নক্ষত্রেরও উদয় হয়, তবে সেই নক্ষত্র অধিক, সমান (সম্পূর্ণ) বা উন (ক্ষয়) সংজ্ঞিত হইলেও তাহাতেই সেই অহোরাত্র ব্রতাচরণ যোগ্য হইবে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় কারিকার অর্থ এই যে—যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হয়, তবে নক্ষত্র অধিক কি

সমান (সম্পূর্ণ) সংজ্ঞিত হইলে, সেই অহোরাত্র ব্রতাচরণ যোগ্য হইবে। কিন্তু নক্ষত্র উন হইলে মহাদ্বাদশী সংঘটন হইবে না।

এক্ষণে **অধিক, সমান. উন,** এবং **সাধারণ**—এই যে নক্ষত্রের চারিটী সংজ্ঞা দেওয়া হইল তাহার বিশদ আলোচনা করা যাউক। *

নক্ষত্র ও তিথির ন্যায় অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হইয়া যদি পরদিনে কিঞ্চিৎ পায় তবে নক্ষত্রের অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন ৬০ দণ্ডকে '**অধিক**' সংজ্ঞ নক্ষত্র কহে।

আর যদি অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হইয়াই নিবৃত্ত হয়, পরদিনে কিঞ্চিৎও না থাকে, তবে সেই নক্ষত্রের অহোরাত্রা-বচ্ছিন্নের ৬০ দণ্ডকে '**সম্পূর্ণ**' বা '**সমান**' সংজ্ঞ নক্ষত্র কহে।

আর যে নক্ষত্র অহোরাত্র মধ্যে উদিত হইয়া অহোরাত্র মধ্যেই (৬০ দণ্ডের কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া) অস্ত যায়, তাহাকে '**উন**' বা '**ক্ষয়**' সংজ্ঞ নক্ষত্র কহে। এতদতিরিক্ত নক্ষত্রকে '**সাধারণ**' কহে।

এখনে এই কারিকাদ্বয়ের বিস্পষ্ট অর্থ হইল এই যে (১) সূর্য্যোদয়ের সমকালীন নক্ষত্রে প্রবৃত্ত হইয়া নক্ষত্রের মান অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ডের কিঞ্চিৎ ন্যূনই হউক, বা ৬০ দণ্ডই হউক অথবা ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিনে কিঞ্চিৎ থাকুক—(২) আর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নক্ষত্র প্রবৃত্ত হইয়া যদি নক্ষত্রের মান পরদিবসীয়

* তিথির ঐ ঐ সংজ্ঞা সম্বন্ধে ১৭—২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে ৬০ দণ্ড হয়; কিম্বা ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিনে কিঞ্চিৎ পায়, তবে সেই অহোরাত্র ব্রতাচরণ যোগ্য হইবে; কিন্তু ন্যূন হইলে হইবে না। উপবাসের প্রধান কথা—অহোরাত্র; তিথি কি নক্ষত্র উপোষ্য নহে। *

এখন তিথি (দ্বাদশীর) নিয়ম অর্থাৎ অহোরাত্রাবচ্ছিন্নে যেরূপ নক্ষত্রের মানের নিরূপণ হইল, তিথির মানও সেইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতেছেন—

(১) শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশাপেক্ষণম্ ॥১৩।১১৫

অর্থাৎ শ্রবণা ভিন্ন নক্ষত্রত্রয়ে (রোহিণী, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যাতে) সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই। মোট কথা "ভাগ্য-র্কোদয়মারভ্য" ইত্যাদি কারিকানুসারে নক্ষত্রের বিহিত যোগ হইয়া রোহিণী, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা স্থলে অন্ততঃ পক্ষে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা আবশ্যক। তদূর্দ্ধে দ্বাদশী থাকিলেও কোন দোষ নাই।

(২) শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ ॥ ঐ

অর্থাৎ শ্রবণাতে সূর্য্যাস্তের প্রাক্ (অব্যবহিত পূর্ব্বেও) যদি

---

* এই যে কারিকাদ্বয়ে উন, সম ও অধিক নক্ষত্রের তিনটি সংজ্ঞা আছে, তাহার কেহ কেহ অন্যরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া (অর্থাৎ ইহাদের একটি সম্বন্ধীপদ অধ্যাহার করিয়া) বিপথগামী হয়েন। সেই মতে কেহ বা দ্বাদশীর সহিত, কেহ বা দিন-মানের সহিত ইহাদের অন্বয় করেন। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল।

দ্বাদশীর সমাপ্তি হয়, তবেও ব্রতাচরণ যোগ্য হইবে। কিন্তু সূর্য্যাস্তের কত সময় পূর্ব্বে দ্বাদশীর অন্ত হইলে ব্রত হইবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্টতা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত হয় নাই। *

এক্ষণে উপর্য্যুক্ত মহাদ্বাদশীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে :—

শনিবার শুক্লা দশমী—৫০ দণ্ড; ভরণী নক্ষত্র ৫৫ দণ্ড;

রবিবার শুক্লা একাদশী—৫২ দণ্ড; কৃত্তিকা নক্ষত্র ৬০ দণ্ড।

সোমবার শুক্লা দ্বাদশী ৫৪ দণ্ড; রোহিণী নক্ষত্র ৫৭ দণ্ড;

(সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত)

এইস্থলে সোমবার সূর্য্যোদয় প্রবৃত্ত **"উন"** মান নক্ষত্র ঘটিত মহাদ্বাদশী হইল।

আর যদি সোমবার রোহিণী নক্ষত্র ৬০ দণ্ড মাত্র হয়, তবে উহা সূর্য্যোদয় প্রবৃত্ত **"সম"** মনি ঘটিত মহাদ্বাদশী হইবে।

এবং যদি ঐ সোমবার রোহিণী নক্ষত্র ৬০ দণ্ড হইয়া পরদিন মঙ্গলবারেও কিঞ্চিৎ থাকে; তবে তাহা সূর্য্যোদয় প্রবৃত্ত **"অধিক"** মান ঘটিত মহাদ্বাদশী হইবে।

---

* শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যাতে যদিও ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট মান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পূজ্যপাদ গ্রন্থকার যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন, তখন তিনি শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যার বচন অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায় না।. বিশেষতঃ দ্বাদশীর মান নির্দ্দিষ্ট থাকিলে দ্বিকলা সংযোগ ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া পড়ে; পরে এই বিষয়ে বিশদালোচনা করা যাইবে।

আর যদি রবিবার কৃত্তিকা নক্ষত্র ৫৭ দণ্ড হয়, সোমবার রোহিণী ৬০ দণ্ড হইয়াই নিবৃত্ত হয়, (অর্থাৎ মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয় হইতেই মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হয়) তবে সোমবার সূর্য্যোদয় পূর্ব্ব প্রবৃত্ত **'সম'** মান ঘটিত মহাদ্বাদশী হইবে।

যদি ঐ মঙ্গলবারে রোহিণী কিঞ্চিৎ থাকে, তবে সোমবার সূর্য্যোদয় পূর্ব্ব প্রবৃত্ত **"অধিক"** মান ঘটিত মহাদ্বাদশী হইবে। এই প্রকার সর্ব্বত্র অর্থাৎ রোহিণীর ন্যায় পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও শ্রবণার বিষয়ে ও বুঝিতে হইবে।

এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর পারণ পরদিনে ত্রয়োদশীতে সাধারণ পারণ নিয়মে পূর্ব্বাহ্নে হইবে। উন্মীলনী ও বঞ্জুলীতে পরদিনে যে কিঞ্চিৎ দ্বাদশী থাকিবে, সেই দ্বাদশী মধ্যেই পারণ হইবে এবং উপবাসদিনে অর্দ্ধ রাত্রের পরে স্নানাদি মধ্যাহ্নক্রিয়া ঐ রাত্রি মধ্যেই সমাপন করিতে হইবে। প্রমাণং যথা—

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
আমধ্যাহ্নক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ॥

বিজয়া মহাদ্বাদশীর বিশেষ কথা।

তিথি ও নক্ষত্রাদি যোগে যে সকল ব্রতাদি লিখিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ শাস্ত্রকে ঠিক রাখিয়া শাস্ত্রানুকূলে উহাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা সকলেরই জানা উচিত যে,—

"নক্ষত্র-নাম্না মাসাস্তু জ্ঞেয়াঃ পর্ব্বান্ত-যোগতঃ।"— এই বচনানুসারে

পূর্ণিমাতে নক্ষত্র বিশেষের যোগ বশতঃ তত্তৎ নক্ষত্রের নামানুযায়ী চান্দ্রমাসের নামকরণ হইয়া থাকে। যে চান্দ্রমাসে সাধারণতঃ বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমার অন্ত হয়, তাহাকে চান্দ্র বৈশাখ কহে। এইরূপ পূর্ব্বভাদ্রপদে ভাদ্র, কৃত্তিকায় কার্ত্তিক, পুষ্যায় পৌষ, মঘায় মাঘ ও পূর্ব্বফল্গুনীতে ফাল্গুন মাস ইত্যাদি। কদাচিৎ বা ইহার ব্যতিক্রমও সংঘটিত হইতে পারে। তাহাও আবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী নক্ষত্রেই সচরাচর সংঘটমান হইয়া থাকে। যথা—(১৬) বিশাখা নক্ষত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী (১৫) স্বাতী কিংবা তৎপরবর্ত্তী (১৭) অনুরাধাতে বৈশাখী পূর্ণিমার অন্ত হইতে পারে। কাজেই শুক্লাদ্বাদশী ও নক্ষত্র বিশেষের সমাযোগে যে সকল দিবস পুণ্যজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ণিমায় অন্তগামী নক্ষত্রের তিন চারি নক্ষত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রেই সেই সকল দ্বাদশীর মিলন অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়মানুসারে (১২) উত্তর ফল্গুনী বা (১৩) হস্তার সহিত বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীর মিলন হইতে পারে। এবং (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা বা (২৩) ধনিষ্ঠার সহিত ভাদ্রী শুক্লাদ্বাদশী; (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা বা (৬) আর্দ্রা নক্ষত্রের সহিত পৌষী শুক্লাদ্বাদশীর মিলন হইতে পারে। (১০) মঘা ও (১১) পূর্ব্বফল্গুনী যেমন অনন্তব্যবহিত (পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী) এবং মাঘী বা ফাল্গুনী পূর্ণিমার উভয়েরই অস্তগমন সম্ভাবনা আছে, তেমনই তৎতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী (৭) পুনর্ব্বসু বা (৮) পুষ্যার সহিত মাঘী বা ফাল্গুনী শুক্লাদ্বাদশীর মিলন হইতে পারে। কাজেই এই দুই নক্ষত্র সহযোগে মাঘ বা ফাল্গুন দুই মাসেই মহাদ্বাদশী হইতে পারে।

মোটকথা—একই মহাদ্বাদশী বৎসরে একটীর বেশী দুইটী

সংঘটামান নহে। ভাদ্র মাসে বিজয়া, পৌষে জয়ন্তী এবং মাঘ বা ফাল্গুন মাসে জয়া বা পাপনাশিনী হইতে পারে। মহাদ্বাদশীর ঘটক "ভান্বর্কোদয়ম্" ইত্যাদি কারিকার বিষয়ীভূত হইলেই মহাদ্বাদশী হইবে এবং এই প্রকার মহাদ্বাদশীতেই শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগেও পরদিন দ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা বিধান করা হইয়াছে।

ভাদ্রী শুক্লাদ্বাদশীতে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী ও বিজয়া এই পঞ্চ প্রকার মহাদ্বাদশীই হইতে পারে; কিন্তু কদাচ জয়া, জয়ন্তী বা পাপনাশিনী হইবেনা—ইহা জ্যোতিষী সত্য। উক্ত পঞ্চ মহাদ্বাদশীর মধ্যে পক্ষবর্দ্ধিনী বা বঞ্জুলীর সহিত বিজয়ার একদিনে সংঘটন হইতে পারে। কিন্তু কদাচিতও উন্মীলনী কি ত্রিস্পৃশার সহিত বিজয়ার সমাগম হইবে না; কারণ, ত্রিস্পৃশা ও উন্মীলনীর সূর্য্যোদয় সমকালীন একাদশী থাকার একান্ত আবশ্যক, যথা—

একাদশী যদা বৃদ্ধা দৃশ্যতে চ পরেঽহনি।
একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী॥ ইত্যাদি

বিজয়াতে কিন্তু সূর্য্যোদয়ের সমকালীন দ্বাদশী থাকা চাই; এই শ্রবণ দ্বাদশী প্রকরণে শ্রীহরি ভক্তি বিলাসের কারিকা ও টীকার বিস্পষ্ট অর্থ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অথ শ্রবণ দ্বাদশীব্রত নির্ণয়ঃ—

(হ, ভ, বি, ১৫।২৫১)

(১) ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীর সহিত যদি শ্রবণার সংযোগ হয়, তবে শক্ত ও অশক্ত ব্যক্তি মাত্রই দ্বাদশীতে একটী মাত্র উপবাস করিবেক। (২) যদি ঐ একাদশীর

সহিত কেবল শ্রবণার মিলন হয়, পরন্তু দ্বাদশীতে শ্রবণা না থাকে, তবে সকলেই একাদশীতে একটী মাত্র উপবাস করিবেক; (৩) এবং যদি তিথি ক্ষয় ক্রমে দ্বাদশী, একাদশীও শ্রবণা এই তিনেরই একদিনে পরস্পর মিশ্রণ হয়, তবে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ কহে, সুতরাং এই স্থলে বিষ্ণুশৃঙ্খল দিনেই একটী মাত্র উপবাস হইবে। ইহাই হইল মূল ব্যবস্থা, ইহার বিশেষত্ব যাহা কিছু আছে, তাহা পরে উদাহরিষ্যমাণ বচনসমূহ হইতে পরিস্ফুট হইবে।

(১) অথ শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস নির্ণয় (১৫।২৫৯—২)

যদি দ্বাদশী তিথি শ্রবণা নক্ষত্র সমাযুক্তা হয়, তবে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। এইরূপ স্থলে শুদ্ধা একাদশীত্যাগেও কোনই দোষ নাই। ইহা যমবচন দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—যদি শুক্লা দ্বাদশীর সহিত শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহা বিজয়া নামক মহাপুণ্যা দ্বাদশী হয়; সেই দিন দান উপবাসাদি অতীব প্রশস্ত।

এইক্ষণে বিশুদ্ধা একাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশী এই দুই দিনেই দুইটী উপবাস হইবে—ইহা যাঁহাদিগের মত, তাঁহাদের যুক্তি উত্থাপন করিতেছেন—

যদি একাদশী বিশুদ্ধা (উপাধি-রহিত) হয় এবং পরদিন দিবাভাগে দ্বাদশীর সহিত শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে **সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে** দুইটী উপবাসের ব্যবস্থা হইতেছে। অপরন্তু—একটী ব্রত সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত (অর্থাৎ একাদশী ও দ্বাদশীর মধ্যে পারণাভাব প্রযুক্ত) অন্য একটী ব্রতের আরম্ভ করা অনুচিত—এই নিষেধ বচন ও উক্ত ব্যবস্থার প্রতিকূলে

দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিতে পারে না ; কেননা, ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন যে—একাদশীতে উপবাসী থাকিয়াই দ্বাদশীতেও উপবাস করিবে ; ইহাতে বিধি লোপের (একাদশীব্রতের পারণা-ভাব জানিত ব্রত ভঙ্গের) কোনই আশঙ্কা নাই, যেহেতু একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিবসেরই দেবতা—শ্রীহরি।

আর **অসমর্থ ব্যক্তি** এই ব্রতদ্বন্দ্বে একাদশীতে ভোজন করিয়া পরদিন শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাসী থাকিবেন। নারদীয় বচন প্রমাণে ইহার সমর্থনও করা হইতেছে ; শ্রবণা নক্ষত্র সংযুক্ত দ্বাদশীতে উপবাস করিলেই মানব (একাদশীতে ভোজন করিয়াও) একাদশ্যুপবাস জনিত সমস্ত ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইবেন। * * * (**পূর্ব্বপক্ষ**)

এইক্ষণে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন—এইরূপ একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে উপবাসদ্বয়ের ব্যবস্থা স্থলে কেহ কেহ অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে একটী মাত্র উপবাসের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু বৈষ্ণব মাত্রেরই দ্বাদশী শ্রবণাযোগে মহাদ্বাদশী স্থলে ঐ মহাদ্বাদশী দিনেই একটী মাত্র উপবাস হইবে। আর নারদীয় পুরাণাদিতেও সমর্থ বা অসমর্থ বিষয়ক কোনই বিশেষত্ব প্রকাশ না করিয়া "মনুষ্য মাত্রেরই দ্বাদশীর উপবাসই স্বীকার্য্য"—বলিয়া সামান্য-ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। * * (**মীমাংসা**)

এক্ষণে তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের যোগ সম্বন্ধে বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেছেন—যদি দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগ অল্প কালের জন্যও হয়, তবে ও তাহা উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে ; এবং বুধ ব্যক্তি তাহাতেই উপবাস করিবেন। নারদীয় পুরাণে শ্রবণা-

দ্বাদশী প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে যে, দ্বাদশী এবং শ্রবণা-যোগের সময় যদি দ্বিকল মাত্রও (৪০ বিপল) হয়, তবে তাহা অষ্টযামিক অর্থাৎ সমস্ত দিবসব্যাপীর তুল্যই মনে করিবে। মৎস্য পুরাণেও ইহার সমর্থক বচন পরিদৃষ্ট হয়—দ্বাদশী ও শ্রবণার যোগ সংঘটন হইলে সেই দিবসই পুণ্যতম হইয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ দ্বাদশী শ্রবণার যোগ ততক্ষণই যে প্রশস্ত এমন নহে, সমস্ত দিবসই পুণ্যতম। (যে অংশের সহিত শ্রবণার যোগ হয় অর্থাৎ যে সময় টুকু শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী থাকে, কেবল সেই সময় পরিমিত দ্বাদশীই যে প্রশস্ত এমন নহে, সমস্ত দিনই পুণ্যকর)। উদাহরণ যথা—*

(পূর্ব্বদিনে বিষ্ণুশৃঙ্খলাভাব—পরদিন ভাস্কর্কোদয় কারিকার বিষয়ীভূত)

দশমী ৫। ; পূর্ব্বাষাঢ়া—৫৭
একাদশী ৩। ; উত্তরাষাঢ়া—৬০
দ্বাদশী ১। ; শ্রবণা—৫৮

---

* অন্নোঽপি ইতি—পূর্ব্বদিনে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগাভাবে পরদিনে অল্পমাত্রায়াং অস্তমনতঃ প্রাগেব দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং গতায়াং দ্বিকলমাত্রায়াং স্থিতায়ামপি যথোক্তনিয়মানুসারেণ নক্ষত্র যোগে **মহাদ্বাদশীত্বেন** অষ্টযামিকতা স্বীকৃতা, মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রৈবোপবাসঃ স্যাৎ। "ভাস্কর্কোদয়" ইত্যাদিষু "শ্রবণেত্বস্তমনতঃ প্রাগ্ দ্বাদশ্যাং সমাপ্ততাং গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেদিতি" নিয়মাৎ ; অত্রৈব প্রমাণানি—"তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে। দ্বাদশী শ্রবণাযুক্তা কৃৎস্না" ইত্যাদীনি। ২৫২

(শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ৺গোকুলচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত।)

(২) অথ শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত একাদশীর উপবাস।

(হ, ভ, বি, ১৫।২৫৩)

নারদীয় পুরাণে আছে—যদি রাত্র্যাদি যে কোনও সময়েও দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার মিলন না হয়, তবে শ্রবণান্বিতা একাদশীই উপোষ্যা হইবে। (শ্রবণা একাদশীতে, একাদশী তিথিতেই শ্রবণার প্রবৃত্তি থাকে, এই অবস্থায় যদি একাদশীর অহোরাত্রের মধ্যে উহা কোনও সময়ে, এমন কি রাত্রিতে ও কোন সময়ে যদি দ্বাদশীকে প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহা **বিজয়া একাদশীতে** পরিণত হইবে।)

এই স্থলে আর একটী প্রয়োজনীয় কথার উট্টঙ্কন করা যাইতেছে—(১৫।২৫৪) যে যে নক্ষত্র সম্মিলনে যে যে তিথি পুণ্যজনক বলিয়া উক্ত আছে, সেই সকল তিথিতে বিহিত যে যে ব্রত তাহা সেই সেই নক্ষত্র যুক্ত সেই সেই তিথিতেই সম্পাদন করিতে হইবে। সেই সেই নক্ষত্র যুক্ত অন্য তিথিতে তাহা সম্পাদনীয় নহে। যেমন ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাকে গোবিন্দ-দ্বাদশী বলে এবং ইহাতে ব্রতোপবাসাদি যাহা বিহিত আছে, তাহা পুষ্যাযুক্ত দ্বাদশীতেই কর্ত্তব্য, কদাচ পুষ্যাযুক্ত একাদশীতে আচরণীয় নহে। এই নিয়মের ব্যতিরেক স্থল—শ্রবণদ্বাদশী। যেহেতু শ্রবণ দ্বাদশীব্রত বিষ্ণুশৃঙ্খল স্থলে শ্রবণ একাদশীতেও হইয়া থাকে। (কিন্তু পরদিন সূর্য্যোদয় পূর্ব্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্রের "কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ "পূর্ব্বং" ইত্যাদি কারিকোক্ত বিজয়া হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল ত্যাগে ও মহাদ্বাদশীতেই উপবাস হইবে।)

এই স্থলে আর একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইল। (২৫৫) যদি স্থলবিশেষে শ্রবণদ্বাদশীর ব্রত শ্রবণএকাদশীতেও হইতে পারে, তবে ভগবান্ বামনদেবের অর্চ্চনা ও দ্বাদশীতে না হইয়া একাদশীতেই হউক। এই আশঙ্কার অপনোদন করিয়া বলিতেছেন যে, একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে, যেহেতু শ্রীবামনদেব শ্রবণদ্বাদশীতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে—একাদশীতে উপবাসী থাকিয়াই দ্বাদশীতে বামনদেবের পূজাভিষেকাদি সমাধা করিবে।

যদি শ্রীবামনদেবের জন্মসময়ে (মধ্যাহ্নকালে) দ্বাদশী না থাকে, তবে দ্বাদশী মধ্যেই (পরদিন প্রাতঃকালে বা উপবাসের শেষরাত্রে) বামনার্চ্চনা করিবে। যেহেতু নিয়মমন্ত্রে (২৬৪) লিখিত হইয়াছে যে—হে শরণাগত বৎসল! হে বামন! একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া পরদিবস ভক্ষণ করিব। (২৬৫) দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর (উপবাসের) রাত্রিতেও বামনদেবের পূজাদি হইবে। কখনও বা দ্বাদশী সামান্য বৃদ্ধি হইলেও তাহাতে পরদিবসীয় আহ্নিকাদি এবং বামনার্চ্চনাদি সমাপন করিয়া সময়াভাবে দ্বাদশীমধ্যে পারণ করিতে না পারিলে তবেও পূর্ব্ব একাদশীর রজনীতেই বামনার্চ্চনা সমাধা করিবে।

---

(৩) অথ বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগঃ।

(ক) মাৎস্যে উল্লিখিত আছে—শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী যদি একাদশীকেও স্পর্শ করে, তবে তাহা বিষ্ণুশৃঙ্খল হয়। এই স্থলে

"একাদশী" পদ দ্বারা একাদশীর অহোরাত্র বুঝিতে হইবে, নচেৎ একাদশীর সহিত দ্বাদশীর মিলন নিত্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রবণা স্পৃষ্ট দ্বাদশী যদি অহোরাত্র মধ্যে একাদশীকে স্পর্শ করে, তবে তাহা প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল। (হ, ভ, বি, ১৫।২৫৫)

১৫ ভাদ্র শুক্লা একাদশী ৪৫।০ ; উত্তরাষাঢ়া ৪৮।০

১৬ ,, ,, দ্বাদশী ৪৭।০ ; শ্রবণা ৪৬।০

(খ) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত আছে—যদি একাদশী ও দ্বাদশী উভয় তিথিকেই শ্রবণা নক্ষত্র স্পর্শ করে, তবে তাহা দ্বিতীয় বিষ্ণু শৃঙ্খল হয়।

২০ ভাদ্র শুক্লাএকাদশী ৫০।০ ; উত্তরষাঢ়া ৪৮।০

২১ ,, ,, দ্বাদশী ৫২।০ ; শ্রবণা ৪৬।০

এই উভয়বিধ বিষ্ণুশৃঙ্খল পূর্ব্বদিনে এবং তৎপরদিনে বিজয়া মহাদ্বাদশী হইতে পারে ; কারণ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে শ্রবণার সহিত দ্বাদশীর যোগ অত্যল্প এবং দিবা কি রাত্রি যে কোনও সময়েই নিষ্পন্ন হইতে পারে ; কিন্তু পরদিনে মহাদ্বাদশী হইলে ঐ মহাদ্বাদশীরই প্রাধান্য প্রযুক্ত তাহাতেই ব্রতোপবাসাদি হইবে।

বিষ্ণুশৃঙ্খলের পারণ।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে যদি পারণ দিনে দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়েরই বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তিথির আধিক্য হইলে নক্ষত্রান্তে পারণ বিধেয়। আর শ্রবণার বৃদ্ধি হইলে

দ্বাদশীর লঙ্ঘন না করিয়া তিথি মধ্যেই পারণ বিহিত। যদি দ্বাদশী ও শ্রবণা উভয়ই রাত্রিকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তবে দিবাতেই পারণ হইবে, যেহেতু রাত্রিতে পারণ নিবিদ্ধ। স্কান্দে উল্লেখও করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত তিথি নক্ষত্রবিশেষ যোগে পুণ্যজনক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সকলেরই নক্ষত্রান্তে পারণ বিধেয়; কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিরেক স্থল— শ্রবণা ও রোহিণী। শ্রবণা ও রোহিণী নক্ষত্রের বৃদ্ধি স্থলে নক্ষত্র মধ্যেই তিথির অন্তে পারণ বিধেয়। গৌতমীয় পুরাণে পরিষ্কার এই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, যে তিথি বা যে নক্ষত্র রাত্রি পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে দিবসেই পারণ বিহিত, অন্যথা পতন হইবে।

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলে—যদি পারণদিনে দ্বাদশী থাকে তবে দ্বাদশী মধ্যে পারণ, নতুবা ত্রয়োদশীতেই সাধারণ পারণ নিয়মে হইবে। দ্বাদশী বা শ্রবণা রাত্রি ব্যাপিনী হইলেও দিবসেই পারণ করিবে। কেবল শ্রবণাই বৃদ্ধি হইলে তাহার মধ্যেই পারণ করিবে। অন্য পূর্ব্ববৎ।

শ্রবণা দ্বাদশীর পরিশিষ্ট * ।

[শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ]

শ্রবণাদ্বাদশী অষ্ট-মহাদ্বাদশীর একতম বলিয়াই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে :-

গ্রন্থকার ও টীকাকার একই ব্যক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকার উপসংহারে শ্রীজীব আত্ম-পরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন—হরিভক্তি ও তাহার টীকা শ্রীপাদ সনাতনের লিখিত। শ্রীপাদ সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের প্রেরণায় বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই মান্য। গ্রন্থের বাক্য পরিস্ফুট করাই টীকানির্ম্মাণের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়পার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন হরিভক্তিবিলাসের দিগ্দর্শনী টীকায় শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণে স্পষ্টতঃই লিখিয়াছেন, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র সংযোগে মহাদ্বাদশী হয়, সুতরাং শক্তাশক্তের বিচার না করিয়া মহাদ্বাদশীতেই বৈষ্ণবগণের উপবাস করা কর্ত্তব্য। শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণের ২৫২ অঙ্কধৃত টীকা দেখুন। সুতরাং শ্রবণাদ্বাদশী মহাদ্বাদশী হইলেই উপোষ্যা।

---

* শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকারের ইচ্ছানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহকারে "শ্রীশ্রীভক্তি" (১১শ বর্ষ) মাসিক বৈষ্ণব-পত্রিকা হইতে সংকলিত।

(প্রকাশক)

পূর্ব্বপক্ষ।

"ভাস্কর্ক" বিধানে মহাদ্বাদশী যোগ সংঘটিত হইলেই বৈষ্ণবগণ শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া এই মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিবেন, নচেৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী ত্যাগের অপর ব্যবস্থা নাই। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-মহানুভবের সিদ্ধান্ত। তিনিই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রবর্ত্তক। তাঁহার আজ্ঞাই চরম সিদ্ধান্ত। অপরের কথা অমান্ত। কারিকাতে যে শক্তাশক্তের কথা বলা হইয়াছে উহা স্বমতের সিদ্ধান্ত নহে; শ্রবণাদ্বাদশী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। পূর্ব্বপক্ষের লক্ষণ এইরূপ—

"সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ তর্কোপন্যাসেন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধসংশয়ৈক কোটিব্যবস্থাপনম্ পূর্ব্বপক্ষঃ।"

শ্রবণাদ্বাদশী অধিকরণে "একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে" হইতে উপক্রম করিয়া "উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণাদ্বাদশীদিনে"—পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত নহে।

নির্ণয়।

অতঃপরে নারদীয় বচনে ব্রততিথির নির্ণয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ একাদশী ত্যাগ করিয়াও শ্রবণাদ্বাদশীতে উপবাস করিবে, ইহাই নির্ণয়াংশ। সিদ্ধান্তসিদ্ধ বিচার্য্যবাক্যের তাৎপর্য্যা-বধারণই—নির্ণয়। গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন মুনিও এই কথাই বলিয়াছেন—

"তয়ো (পক্ষ—প্রতিপক্ষয়োঃ) রন্যতরস্য নিবৃত্তি-রেকতরস্যাবস্থাপনম্ অবশ্যম্ভাবি, যস্যাবস্থাপনং তস্যা-বধারণং—নির্ণয়ঃ।"

এস্থলে উপবাসদ্বয় ব্যবস্থার নিবৃত্তি করিয়া নারদীয় বচনে এক উপবাসের নির্ণয় করা হইয়াছে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার টীকাতে উহাই পরিস্ফুট করিয়া লিখিয়াছেন। সাধারণ পণ্ডিতেরা "নির্ণয়" বুঝিতে না পারিয়া গোলযোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের একথাটী বুঝা উচিত যে গ্রন্থকারই টীকাকার। টীকায় তিনি কারিকার নির্ণয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। টীকাতেই তিনি ভাদ্রের শ্রবণা দ্বাদশী যোগকেও অষ্ট মহাদ্বাদশীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াই বিচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। মহাদ্বাদশীর লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কেবল দ্বাদশীতে কোনও সময়ে শ্রবণা স্পর্শে উপবাস হইবে না।

১। কেহ কেহ দ্বাদশী যে কোন সময়ে শ্রবণা স্পর্শ করিলেই উহা উপোষ্য বলিয়া ব্যবস্থা দিতে ইচ্ছুক। সেরূপভাবে একটী শ্রবণা দ্বাদশী হইতে পারে, কিন্তু উহা হরিভক্তিবিলাস গ্রাহ্য নিত্য মহাদ্বাদশী নহে;—উহা রঘুনন্দনগ্রাহ্য কাম্য শ্রবণা-দ্বাদশী। তাহাতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন একাদশী ত্যাগ করিয়া উপবাস হইতে পারে না। শ্রীপাদ সনাতন বৈষ্ণবগণের পক্ষে সেরূপ ব্যবস্থা দেন নাই।

২। শ্রবণাদ্বাদশী ঘটক শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণে দ্বাদশী শ্রবণা-যোগ সম্বন্ধে কুত্রাপি স্পৃশ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় না। গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য * "স্পৃশ" ধাতুযোগে শ্রবণাদ্বাদশীর যে লক্ষণ করিয়াছেন, উহা শাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রমূলক বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

টীকার ভ্রমার্থ গ্রহণ।

কেহ কেহ বলেন হরিভক্তিবিলাসে ১৫ বি।২৫৩ অঙ্কস্থিত-টীকায় লিখিত হইয়াছে—

* শান্তিপুরের শ্রীরাধামোহন গোস্বামী কৃত তিথিতত্ত্বটীকা।

"বৈষ্ণবমৃক্ষং শ্রবণং ক্বচিদিতি রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ইপীতার্থঃ।"

এই টীকা অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, "ভাস্করোদয়" বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে দ্বাদশীব্রত নির্ণয় করা হয় নাই। কেহ কেহ বলেন—"এই টীকার অভিপ্রায় রাত্রিতে দ্বাদশীর যোগ হইলেও হইবে।" রাত্রিতে যোগ হইলে কি হইবে— তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত। শ্রবণা একাদশী বা বিজয়া একাদশী লক্ষণের টীকাতেই উক্ত কথা লিখিত হইয়াছে। মূল শ্লোকটী এই—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা ॥

এই শ্লোকের ২য় চরণের অবসানে যে "ক্বচিৎ" শব্দ আছে, উদ্ধৃত টীকায় উহারই অর্থ পরিস্ফুট করা হইয়াছে; কথা এই যে ভাদ্রের শুক্লা একাদশী তিথিতে যখন শ্রবণা নক্ষত্র বর্ত্তমান থাকে, তখন উহা শ্রবণা—একাদশী নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু এই শ্রবণা নক্ষত্রের ব্যাপ্তিসঙ্কোচ দ্বারা ইতর ব্যাবৃত্তির রীত্যনুসারে এখানে যথাপ্রকারে শ্রবণ—একাদশীর লক্ষণ করা হইয়াছে। ইহা বুঝা উচিত যে শ্রবণা একাদশীতে, একাদশী তিথিতেই শ্রবণার প্রবৃত্তি থাকে; এই অবস্থায় যদি একাদশীর অহোরাত্রের মধ্যে উহা কোনও সময়ে, এমন কি রাত্রিতে কোনও সময়ে যদি দ্বাদশীকে প্রাপ্ত না হয়, তবে উহা বিজয়া একাদশীতে পরিণত হইবে। ইহাই হইতেছে শ্রবণার ব্যাপ্তিসঙ্কোচ দ্বারা শ্রবণা একাদশীর লক্ষণ নিরূপণের উপায়।

যদি একাদশ্যুপবাসের অহোরাত্রের মধ্যে কোনও সময়ে, এমন কি রাত্রিতেও যদি কোনও সময়ে একাদশী যুক্ত শ্রবণা,

দ্বাদশীকে স্পর্শ করে, তবে উহা বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে পরিণত হইবে। তাই পূজ্যপাদ নিখিল শাস্ত্রবিদ্ টীকাকার উদ্ধৃতাংশের পরেই ঐ অঙ্কধৃত টীকার শেষার্দ্ধে লিখিয়াছেন—"অতএবোক্তং মাৎস্যে— দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা,

স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খল সংজ্ঞিতঃ॥"

মূল কারিকাতেও—দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা—

'একাদশী' পদেনাত্র তদহোরাত্র উচ্যতে। অন্যথা দ্বাদশী স্পর্শ স্তস্যাং নিত্যং হি বিদ্যতে। "স্পৃশেদেকাদশীং" এই বাক্যে যে "একাদশী" পদ আছে, উহাই এই কারিকার লক্ষ্য। একাদশী-পদে এখানে একাদশীর অহোরাত্র বুঝিতে হইবে।

"দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা" ইহাতেও স্পৃষ্টতামাত্র বুঝাইবে। "শ্রবণস্পৃষ্টা" দ্বাদশী অর্থ এই যে, যে দ্বাদশীকে শ্রবণানক্ষত্র স্পর্শ মাত্র করিয়াছে, তাহাই শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী, তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে—একাদশীতে-প্রবৃত্ত শ্রবণানক্ষত্র, রাত্র্যাদিতে কোনও সময়ে দ্বাদশী স্পর্শ করিলে সেই শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর সহিত একই অহো-রাত্রে একাদশী স্পর্শ ঘটিলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হয়। এইরূপে একা-দশীর অহোরাত্রিতে শ্রবণাস্পৃষ্ট দ্বাদশীর অল্পকাল যোগ হইলেও সেই যোগ অষ্টযামিক বলিয়া ধর্ত্তব্য। ইহাতে পরদিন দ্বাদশী মধ্যে পারণের ব্যবস্থা আছে। একাদশীরাত্রির কোনও সময়ে অল্পকাল সংযোগ জন্যই "শ্রবণস্পৃষ্টা" দ্বাদশী বলা হইয়াছে। নচেৎ "দ্বাদশী শ্রবণর্ক্ষ"--ইত্যাদি পাঠ হইত। যথা, দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগে—

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি সম্ভবেৎ।

"সুতরাং একাদশী-অহোরাত্রে রাত্র্যাদি কোনও সময়ে একাদশীতে প্রবৃত্ত শ্রবণার সহিত দ্বাদশীর অল্পমাত্র স্পর্শের কথাই টীকাকারের অভিপ্রায়। তাই ১৫ বি ২৫৩ অঙ্কের টীকা—উপসংহারে "দ্বিকলো যদি লভ্যেত স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশী তিথির কোনও সময়ে শ্রবণা স্পর্শ হইলেই যে শ্রবণাদ্বাদশী হইবে, কারিকা বা টীকা পাঠ করিয়া তাহা বুঝা যায়না।

তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—"একাদশীযুক্ত শ্রবণং ক্বচিৎ (রাত্র্যাদৌ কস্মিংশ্চিৎ সময়েঽ পীত্যর্থঃ) যদি দ্বাদশ্যাং ন প্রাপ্যতে, তদা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা একাদশী ভবতি, সা এব উপোষ্যা চ ভবতি।" একাদশীযুক্ত শ্রবণা একাদশীর অহোরাত্রের মধ্যে কোনও সময়ে দ্বাদশী স্পর্শ করিলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ সংঘটিত হয়।

পরন্তু ইহাও বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, "অতএব উক্তং মাৎস্যে" ইত্যাদি এই অঙ্কেরই অন্তর্ভূক্ত এবং 'ক্বচিৎ' শব্দের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়াই ইহার অর্থ করিতে হইবে। নচেৎ টীকার অর্থ-সংলগ্নতা ও অর্থ-পরিস্ফুটতা হইবে না। এই জন্যই শাব্দিকগণ উপক্রম উপসংহার সমন্বয়সহ শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপদেশ করিয়াছেন। পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বাক্যের একাংশত্যাগে অপরাংশের অর্থ গ্রহণ করায় ভ্রমসংঘটন অনিবার্য্য। হরিভক্তিবিলাস ও ইহার টীকা দার্শনিক প্রণালীতে লিখিত। সুবিচারিত অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধের শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়!

উভয় নামই এক শ্রবণা মহাদ্বাদশী বোধক।

কেহ কেহ বলেন—বিজয়া দ্বাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশী ভিন্ন। ইহার হেতু নির্দ্দেশ স্থলে ইহাঁরা বলেন—

(ক) বিজয়া দ্বাদশী পক্ষকৃত্যান্তর্গত অষ্ট মহাদ্বাদশীর একতম, আর শ্রবণা দ্বাদশী মাসকৃত্যের অন্তর্গত, কেবল ভাদ্র মাসেই ঘটে।

(খ) উভয়ের ফলশ্রুতিতে ও ভিন্নতা আছে। আমরা নিম্নে এই ভ্রমের অপনোদন সঙ্কেত প্রদর্শন করিতেছি।

(ক) শ্রীপাদ সনাতনের স্পষ্ট উক্তি :—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাদ্রকৃত্যের শ্রবণা দ্বাদশীর টীকায় শ্রীপাদ সনাতন শ্রবণা দ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। কেননা—শক্তাশক্ত বিষয়ক নির্ণয়ে তিনি এই শ্রবণা দ্বাদশীকেও "মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণের টীকাতেও উপোষ্য শ্রবণা-দ্বাদশীকে মহাদ্বাদশী বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়াদ্বাদশী অভিন্ন।

(খ) ২। সামান্য বিশেষ কথন :—

শাস্ত্র মাত্রেই সামান্য বিশেষ কথনের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। হরিভক্তি বিলাসেও এই রীতি পরিত্যক্ত হয় নাই। পক্ষকৃত্যে বিজয়া দ্বাদশীর মহাদ্বাদশীত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে।

কিন্তু ভাদ্র মাসে এই শ্রবণাদ্বাদশীর অধিকতর ফলশ্রুতি ও গৌরব পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় মাসকৃত্যে বিশেষরূপে উহার বর্ণনা করা হইয়াছে।*

"আচার্য্যানামিয়ং শৈলী যৎ সামান্যেনাভিধায় বিশেষেণ বিবৃণোতি॥"

অর্থাৎ আচার্য্যদিগের ইহাই এক সঙ্কেত যে কোন বিষয়ের সামান্যরূপে বর্ণনা করিয়া পরে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হয়। ভাদ্র মাসে বিজয়া দ্বাদশী ফলশ্রুতি নিবন্ধন ভাদ্রে উহা অধিকতর বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পক্ষকৃত্যও মাসকৃত্যে একই বিজয়া দ্বাদশীরই সামান্য ও বিশেষরূপে পৃথক্ উপন্যাস করা হইয়াছে।

৩। শ্রবণা দ্বাদশীর অপর নাম—বিজয়া দ্বাদশী।

শ্রবণাদ্বাদশী প্রকরণে যে সকল পুরাণ বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত বচনগুলিতে এই শ্রবণা দ্বাদশীব্রত বিজয়া দ্বাদশী নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে— "শুক্লা ভাদ্রপদে স্বর্গ" মিত্যাদিমারভ্য "মহাপুণ্যপ্রদা হ্যেষা সঙ্গমে বিজয়া তিথিরিত্যন্তমিতি।"

তত্রৈব—বিজয়া নাম সা প্রোক্তা তিথিঃ প্রীতিকরী হরেঃ"

তত্রৈব—বিজয়াবাসরে সর্ব্বদেবানাং সঙ্গমো ভুবি।"

* বস্তুতঃ ভাদ্রমাস ব্যতীত শ্রবণা ও দ্বাদশীর মিলন হইয়া বিজয়া মহাদ্বাদশী সংঘট্যমান নহে।

সুতরাং শ্রবণাদ্বাদশী ও বিজয়া মহাদ্বাদশী হরিভক্তিবিলাস অনুসারে অভিন্ন।

৪। শ্রবণাদ্বাদশীরই অপর নাম—শ্রবণা মহাদ্বাদশী।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসে শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে শ্রবণাদ্বাদশীর যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার প্রায় সকলগুলি প্রমাণ বচনেই শ্রবণাদ্বাদশীকে "মহতী দ্বাদশী" বলা হইয়াছে। ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮ ও ২৪৯ অঙ্কে এই শ্রবণাদ্বাদশী "মহতী দ্বাদশী" নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং "মহতী" এই বিশেষণ দ্বারাও এই দ্বাদশী যে 'মহাদ্বাদশী' তাহা স্পষ্টতঃই সমর্থিত হয়। মহতী দ্বাদশীও মহাদ্বাদশী একই কথা।

আকারো মহতঃ কার্য্যঃ তুল্যাধিকরণে পদে।

ব্যাকরণ-কারিকা।

এই মহাদ্বাদশী পারিভাষিকরূপে গ্রাহ্য অর্থাৎ "ভান্বর্কোদয়মারভ্য" প্রমাণের অধীন। তদ্ভিন্ন মহাদ্বাদশীর অপর কোনও লক্ষণ হরিভক্তিবিলাসে উক্ত হয় নাই। টীকাতে স্পষ্টতঃই বলা হইয়াছে যে, শ্রবণাদ্বাদশী সংযোগে মহাদ্বাদশী হইলে মহাদ্বাদশী হেতু মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে।"

৫। অনুবাদ কথনে একত্ব প্রদর্শন।

ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্যে যে শ্রবণা দ্বাদশী যোগের কথা বলা হইয়াছে, অর্থবত্তা-বিশেষ দ্যোতন নিমিত্ত ১৫শ বিলাসে ভাদ্র মাসে মাসকৃত্যে আবার তাহাই বিশেষ ফলশ্রুতি সহকারে

কথিত হইয়াছে। এইরূপ পুনরুপন্যাস ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনে **অনুবাদ** নামে কথিত হয়। বৈদিক যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এইরূপ অনুবাদ কথনের বহুল দৃষ্টান্ত আছে। এই নিমিত্ত ন্যায় ও মীমাংসার শব্দ শক্তি বিচারে অনুবাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায় সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন মুনি বলেন—"অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ।" অর্থাৎ অর্থবান্ অভ্যাসই অনুবাদ। অভ্যাস অর্থ—পুনরুল্লেখ বা পুনরুপন্যাস। শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে শ্রবণা নক্ষত্র সংযুক্তা দ্বাদশীর মহাদ্বাদশীত্ব নিবন্ধনই ব্রতফল গৌরবাধিক্যে বিশেষ রূপে পুনর্ব্বার বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে শ্রবণা দ্বাদশী নামের প্রসিদ্ধতাহেতু ১৫ শ বিলাসে এই মহাদ্বাদশী শ্রবণাদ্বাদশী নামেই সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোথাও ইহার পৃথকত্ব অববোধের হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র তাৎপর্য্য বোধের জন্য অভ্যাস বা একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যথা :—

উপক্রমোপসংহারা বভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে॥

অর্থাৎ শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে উহার উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, ফলশ্রুতি, অর্থবাদ ও উপপত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। অপিচ—

মানন্তরেণাপ্রাপ্তার্থস্য পুনঃ শ্রবণমনুবাদঃ।

পক্ষকৃত্যে বিজয়া বা শ্রবণা দ্বাদশী যোগের যে অর্থ উপলব্ধ হইয়াছে, ভাদ্রের মাসকৃত্যে সেই শ্রবণা দ্বাদশীরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে। সুতরাং পক্ষকৃত্যে ও মাসকৃত্যে একই শ্রবণা মহাদ্বাদশীর

কথা আলোচিত হইয়াছে। কেবল ফলগৌরবাধিক্য শ্রবণ নিমিত্ত ভাদ্রকৃত্যে ইহার বিশিষ্টরূপে পুনরুপন্যাস হইয়াছে মাত্র।

৬। ফল শ্রুতি দ্বারা একত্ব প্রদর্শন।

ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্যে—

(অ) তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা।

(আ) তত্র স্নাতঃ ইত্যাদিমারভ্য হোম স্তপোপবাসশ্চ সহস্রগুণিতো ভবেদিত্যন্তম্।

নারদীয় পুরাণান্তর্গত অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত কথনে—

শ্রবণর্ক্ষযুতা চেৎ স্যাৎ দ্বাদশী ধবলে দলে।
তদা সা বিজয়া নাম তস্যামর্চ্চেদ্ গদাধরম্॥
সর্ব্বসৌখ্যপ্রদং শশ্বৎ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কম্।
সর্ব্বতীর্থফলং বিপ্র তাং বোপোষ্যা প্নুয়ান্নরঃ।

১৫শ বিলাসে লিখিত আছে—ভাদ্রমাসে এই যোগ সংঘটন হইলে সহস্রগুণ স্থানে লক্ষগুণ ফল হয়। ইহা কেবল মাসযোগে ফলশ্রুতির আধিক্য বর্ননা মাত্র। আবার যদি এই ভাদ্র মাসে শ্রবণা দ্বাদশী যোগে বুধবার ঘটে, তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলজনক। এই ফলাধিক্যের কথা ভাদ্রকৃত্য শ্রবণা দ্বাদশী প্রকরণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দেখুন ১৩শ বিলাসে বর্ণিত বিজয়া মহাদ্বাদশীর ফলশ্রুতি বর্ণনে পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়া রাখা হইয়াছে। যথা—

ভাদ্রে মাসি বুধস্যাহ্নি যদি স্যাদ্ বিজয়া ব্রতম।
তদা সর্ব্বব্রতেভ্যোঽস্য মাহাত্ম্য মতিরিচ্যতে॥ ১৩।১৩০

সুতরাং সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিজয়া দ্বাদশী ও শ্রবণায় কোনও বিভিন্নতা নাই। যদি বলিতে চাও যে ভাদ্র মাসে মহাদ্বাদশীর লক্ষণাক্রান্ত হইলেই উহাকে বিজয়া বলিব, নচেৎ কেবল শ্রবণাদ্বাদশীই বলিব। হরিভক্তিবিলাসের বচন বিন্যাস অনুসারে তাহাও বলিতে পার না। কেননা, শ্রবণা দ্বাদশী নির্ণয় প্রকরণের মধ্যেই এই দ্বাদশীকে বিজয়া সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে; যথা, যং বচনম্—মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা। ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশীতে পুষ্যা যোগে ব্রতফলাধিক্য নিবন্ধন ফাল্গুনে ইহার পুনরুপন্যাস হইলেও উহা পুষ্যা শুক্লা দ্বাদশী যোগ জনিত মহাদ্বাদশী হইতে পৃথক ব্রত নহে—একই ব্রত এবং সেই "ভাস্কর্কোদয়" প্রমাণের অধীন। ১৩শ বিলাসের ১৭৪ অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

কথা এই যে, শুক্লাদ্বাদশী তিথি "ভাস্কর্কোদয়" বচনানুসারে শ্রবণ সংযুক্ত হইলেই উহা মহাদ্বাদশীত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বিজয়া নামে অভিহিত হয়, ভাদ্রে উহার ফলাধিক্য হয়। যথা—

১। যদা তু শুক্ল দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥

২। যদা তু শুক্ল-দ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদা সা তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥

১৩ বিলাস। ১৫৬

ভ প্রকৃতোও ঠিক এই শেষ বচন গৃহীত হইয়াছে। ইহার নিষ্কর্ষ এই যে, শুক্ল দ্বাদশীতে নির্দিষ্ট নিয়মে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত হইলেও উহা বিজয়া তিথি নামে প্রসিদ্ধ হয়। উহা পারিভাষিক

নাম। পুরাণে উহাকে বিজয়া ব্রত ও শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত উভয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বিজয়া ও শ্রবণা দ্বাদশীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। ভাদ্রমাস যোগে ও ভাদ্র বুধবার যোগে এই ব্রতের অত্যন্ত কলাধিক্য হয়, এই জন্য ভাদ্র মাসে মাসকৃত্যে ইহার পুনরুল্লেখ হইয়াছে।

আর একটী আপত্তির কথা এই যে "জয়াদি নক্ষত্রযুক্ত মহা-দ্বাদশীর ঘটকত্বে 'ভান্বর্কোদয়' বচন আছে, তাহাতে অধিক, সম, ও উনের নিয়ম আছে, তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কেননা নিয়মের এক অংশ স্বীকার করিলে অপর অংশও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে 'দ্বিকলো যদি লভ্যেত' এই বাক্যের বৈয়র্থাপত্তি হয়।"

আমরা বলি বিশেষ বিধি বশতঃ "বৈয়র্থাপত্তি" হয় না। বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধির সঙ্কোচ হয়, ইহা সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ নিয়ম। **ভাদ্রে মাসে শ্রবণা-দ্বাদশীতে কেবল যোগের নিয়মই দ্রষ্টব্য।** ভগবৎপার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এখানে নারদীয় পুরাণের মর্ম্মানুসারে, নৃসিংহ—পরিচর্য্যার বিধানানুসারে যোগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও **নক্ষত্র পরিমাণের বিধান সঙ্কোচ করিয়া বলিয়াছেন**—"তথাচ শ্রবণা-দ্বাদশীং প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তং—তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগে" ইত্যাদি ইহা বিশেষ বিধি। ইহাতে মহাদ্বাদশীর যোগের নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। অথচ নক্ষত্রাদির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে শ্রবণা-দ্বাদশীতে বিশেষ বিধান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রীয় সামঞ্জস্য ও

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্রীয় সমাধান। শ্রীপাদ সনাতনের স্মৃতিগ্রন্থে আমরা এইরূপে সর্ব্বশাস্ত্রের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি।*

নক্ষত্রযুক্ত অপর তিন মহা-দ্বাদশীর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে—"ভান্বর্কোদয়" বচনানুসারে শ্রবণা ও দ্বাদশীর অতি অল্প যোগ হইলেও শ্রবণ-দ্বাদশী বা বিজয়া ব্রত সিদ্ধ হয়। এতদ্দৃশ স্থলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ না হইলে শ্রবণা নক্ষত্র একাদশী সংযুক্ত থাকিয়াই পরদিন দ্বাদশীতে নিঃসৃত হয়। যেমন অরুণোদয়ে কলামাত্র দশমী থাকিলেও একাদশী বিদ্ধা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত নিয়মে ভাদ্র শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশীতেও শ্রবণার দ্বিকলামাত্র সংযোগ হইলেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রতযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েন। "দ্বিকল" শব্দের শক্তি লক্ষণা দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে। অনন্ত পুণ্যজনক অর্দ্ধোদয়যোগ ঘটনা যেমন অতি বিরল, তেমনি অনন্ত পুণ্যজনক শ্রবণা-দ্বাদশী যোগ সংঘটনও অতি বিরল। প্রতিবর্ষে শ্রবণ-দ্বাদশীযোগ, বিজয়া একাদশী যোগ বা বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ ঘটেনা। তবে রঘুনন্দন স্মৃতির কাম্য শ্রবণ দ্বাদশীব্রত বিরল-সংঘট্য নহে; বিদ্ধা বা ক্ষীণা একাদশীতে শ্রবণা প্রবৃত্ত হইয়া পরদিন বর্দ্ধিত হইয়া শ্রবণা দ্বাদশীর স্থল করিয়া দেয়—ইহাই প্রাস্থিক নিয়ম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনভিজ্ঞ ও শাস্ত্রশ্রম-বিমুখ পণ্ডিত-ন্মন্য ব্যক্তিরা প্রতিবর্ষেই ইহা লইয়া অকারণ বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্ত হন।

* আমরা কিন্তু উনমান নক্ষত্র ঘটিত দ্বিতীয় বিজয়া স্বীকারের প্রয়োজন বোধ করিনা।

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা ।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥

হ. ভ. বি, ৯'৮৪

অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবানকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিতান্ন (প্রসাদী অন্ন) দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

প্রমাণম্বতি, পাদ্মে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতোন্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে । ৯।৮৭

অর্থাৎ পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, হরির নিবেদিতান্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা বিধেয়। আর পিতৃগণকেও সেই প্রসাদী অন্ন প্রদান করিবে। তাহা হইলে উহা অক্ষয় ফল প্রদান করে।

আবার নারায়ণোপনিষদ্ বলিতেছেন—

এক এব নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবাপৃথিবৌ, সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনাঽশিতং অশ্নন্তি, বিষ্ণুনা ঘ্রাতং জিঘ্রন্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি—তস্মাদ্ বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ ॥৯।৯৩

অর্থাৎ কেবল মাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, দ্যাবাপৃথিবীও তৎকালে ছিল না। সুরগণ, পিতৃলোকগণ ও যাবতীয় মানব শ্রীহরির ভুক্তান্ন আহার করেন, শ্রীহরির

আঘ্রাত দ্রব্য ঘ্রাণ করেন। সুতরাং সুধীগণ শ্রীহরির নিবেদিত বস্তুসকল গ্রহণ করিবেন।

এখন **শ্রাদ্ধাধিকারী কে**—তাহার বিচার করা যাউক—

রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভব স্তথা।
অবকীর্ণ্যাদয়ো যে চ যে চাচার-বিবর্জ্জিতাঃ।
অবৈষ্ণবাশ্চ যে সর্ব্বে ন শ্রাদ্ধার্হাঃ কদাচন॥

গারুড়ে (যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ কুষ্ঠাদিরোগযুক্ত, হীন অথবা অতিরিক্ত অবয়ব-বিশিষ্ট, মূক, বধির, বিধবাদি অন্যপূর্ব্বার সন্তান * বেশ্যাদির সন্তান এবং (আদিপদে দ্বারা লব্ধ) অসবর্ণেয় (অসবর্ণার গর্ভোৎপন্ন) সন্তানাদি; আচার (ব্রহ্মচর্য্য)-বিহীন ও **অবৈষ্ণবগণ** কখনও শ্রাদ্ধার্হ নহেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা (পুত্রাদি), ঐ ভোক্তা (মৃত পিত্রাদি) আর প্রেরক (পুরোহিত)—এই তিন পুরুষই উপরোক্ত দোষবিহীন হওয়া চাই।

এখানে **"অবৈষ্ণব"** শব্দটীর বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অবৈষ্ণব কাহাকে বলে? যিনি বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত

* উদ্বাহতত্ত্বে—সপ্তপৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ।

হন নাই ? এখন দেখা যায় যে বিষ্ণু-মন্ত্রে অদীক্ষিত বহু শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও শৈব আছেন, তাঁহারা ত অবাধে শ্রাদ্ধাদি করিয়া আসিতেছেন ! তাঁহারা যদি অবৈষ্ণবই হইলেন—তবে ত শ্রাদ্ধযোগ্যতা নাই। এক্ষণে "বৈষ্ণব" শব্দটীর ব্যাপ্তি-বুদ্ধির দ্বারা এই কথার মীমাংসা করা হইতেছে—

শ্রাদ্ধকর্ত্তা—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি" প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধার্হ হন। এই বিষ্ণুমন্ত্র পাঠ না করিয়া কোন কর্ম্মই আরব্ধ হয় না, হইতে পারেনা।

প্রেতব্যক্তি—জীবদ্দশাতে যে কোনও শ্রুতিস্মৃতি বিধি বোধিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ঐ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি" বিষ্ণুমন্ত্র অবশ্যই উচ্চারণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। সুতরাং তিনি পিণ্ডার্হ হইলেন।

প্রেরক (পুরোহিত) ত ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়াই উপনীত হইয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি গায়ত্রী মন্ত্রেও দীক্ষিত। গায়ত্রী দ্বারা যে শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (৫—১৪পৃঃ) প্রতিপন্ন করিয়াছি। মোট কথা—প্রেরকের সম্বন্ধে কোনও সংশয়ই হইতে পারে না।

কাজেই দেখা গেল যে দাতা, ভোক্তা বা প্রেরক—ইঁহারা কেহই অবৈষ্ণব নহেন, তবে "অবৈষ্ণব" পদের সার্থকতা কি ? তাই উত্তর দিতেছেন—একাদশী কি দ্বাদশীর উপবাস দিনে (হরিবাসরে) যিনি শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন—তিনিই অবৈষ্ণব, সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ কর্ত্তৃত্বেরই অযোগ্য।

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল ! শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশী দিনে ।
ত্রয় স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা চ প্রেরকঃ ॥ *

সুতরাং এই শ্রীহরিবাসরে শ্রাদ্ধ করিবে না। তথাচ হরিভক্তি বিলাসে — "অ:থাপবাসদিনে শ্রাদ্ধ-নিষেধঃ।" ১২।২৯ ; "সময়া" প্রসঙ্গে চ— "শক্তৌ ফলাদি ভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধস্ত্বৈকাদশী দিনে।" ২।১১৩ ; অর্থাৎ শ্রীগোস্বামিপাদ ১২শ বিলাসে "একাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধ।"—শীর্ষক একটী প্রকরণ লিখিয়াছেন এবং ২য় বিলাসে "সময়াঃ" প্রসঙ্গে প্রোক্ত ১০৪টী প্রতিজ্ঞার মধ্যে 'একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধ"— এই প্রতিজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। "সময়া" প্রসঙ্গের একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধক বচন বিষ্ণুযামল হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কাজেই একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দীক্ষা সময়ে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার লঙ্ঘন জনিত অপরাধ হইবে। ইহা হইতে বৈষ্ণবের আর অধিক অপরাধ হইতে পারে না।

একাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিলে কি হয়? এই

* "চ প্রেরকঃ" এইস্থলে কোনও কোনও স্থলে "পরেতকঃ" পাঠ আছে। এই পক্ষে ব্যাখ্যা হইবে— একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা (শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা), ভোক্তা (শ্রাদ্ধ-ভোজী ব্রাহ্মণ) ও পরেতক (মৃত ব্যক্তি)— এই তিন জনেরই নরক। উভয় পাঠেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও মৃত ব্যক্তির নরক প্রাপ্তি ত অপরিহার্য্যই এবং 'প্রেরক' পাঠে শ্রাদ্ধকারয়িতা ব্রাহ্মণ ও পাঠান্তরে শ্রাদ্ধ-ভোজ ব্রাহ্মণের অধঃপতন অনিবার্য্য। সর্ব্বথাই উপবাসযোগ্য একাদশী দিবসে শ্রাদ্ধ অশাস্ত্রীয়।

অপেক্ষায় বলিতেছেন— যে "কুর্ব্বন্তি মহীপাল"— ইত্যাদি অর্থাৎ যাঁহারা একাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদের তিন শ্রেণীর লোকেরই নরক হয় :—

(১ম) যিনি **শ্রাদ্ধকর্ত্তা** (পুত্রাদি)

(২য়) যাঁহারা **শ্রাদ্ধভোজী** (মৃত পিত্রাদি)

(৩য়) **শ্রাদ্ধ-কারয়িতা** (পুরোহিতাদি)

পিতৃলোক নারকী হইবেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

"গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ।" ১২।২৯

অর্থাৎ একাদশ্যুপবাস দিনে অন্ন গর্হিত হয়, তাহা পিতৃগণ গ্রহণ করেন না।

যথা নারদীয়ে—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে। ১২।১২

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ—

স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেহত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু।
তানি মোহেন যোহশ্নাতি ন স পাপৈ র্বিমুচ্যতে॥

১২।১৪

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদির সমান জগতে যত কিছু পাপ আছে, তাহা একাদশীর উপবাস দিনে অন্ন আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। যিনি মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ ও সেই অন্ন ভোজন করেন, তিনি

সেই সমস্ত পাপ-ভাগী হন। অতএব সেই অন্ন স্বর্গবাসী পিতৃগণও কখন ভোজন করেন না।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা নারকী হইবেন কেন? ইহার উত্তরেও বলিতেছেন—

ভুঙ্ক্ষ্ ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
* * তেষামেবাধোগতিঃ॥ ১২।১৭

অর্থাৎ একাদশীর উপবাস দিনে "খাও, খাও" বলিলেও অধোগতি হয়, অতএব মৃত পিত্রাদিকে সম্বোধন করিয়া "পিণ্ড-গ্রহণ কর" বলিলেও নিশ্চয় নরকভাগী হইতে হইবে।

শ্রাদ্ধ করা পিত্রাদির উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এখন এই সকল শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি দ্বারা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, একাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিলে উদ্ধার দূরে থাকুক, বরং পিতৃলোক ও নিজের অধোগতি অনিবার্য্য।

এক্ষণে একাদশ্যুপবাস দিনে যদি আদ্যৈকোদ্দিষ্টাদি নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ (অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন) উপস্থিত হয়, তখন কি কর্ত্তব্য ? তাই স্কন্দপুরাণ-বচন দ্বারা ব্যবস্থা করিতেছেন—

একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ ১২।২৯

অর্থাৎ একাদশী যেহেতু নিত্যা (অকরণে প্রত্যবায় হয়), আর শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক (অকরণে প্রত্যবায় নাই), পিত্রাদির উদ্ধারার্থ কর্ত্তব্য মাত্র ; (বিশেষতঃ একাদশ্যুপবাস নিরবকাশ বিধি— যে অহোরাত্রে একাদশ্যুপবাস বিহিত হয়, সেই দিনে কোন বাধা বিঘ্নে বাধ করিয়া পূর্ব্ব কি পরদিনে করিবার কোনও

ব্যবস্থা নাই, কিন্তু একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধ দিনান্তরে করার বিধান আছে অর্থাৎ কোনও বিঘ্নবশতঃ নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ বাধ হইলে দিনান্তরে শ্রাদ্ধ করার শাস্ত্র বিধান রহিয়াছে—এমন কি, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে আদ্যৈকোদ্দিষ্টাদি বাধা করিলেও কোন পাপশ্রুতি নাই); অতএব গৌড়েশ্বর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যবস্থা করিলেন যে—যদি একাদশ্যুপবাস দিনে নৈমিত্তিক (আদ্যৈ-কোদ্দিষ্টাদি) শ্রাদ্ধও উপস্থিত হয়, তবে সেই দিনে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে (পারণ দিনে) শ্রাদ্ধ করিবে।* "দ্বাদশীত্যুপলক্ষণং"— অর্থাৎ "দ্বাদশী" এই শব্দটী পারণ দিন সূচক বুঝিতে হইবে। যেহেতু দশমী বিদ্ধা একাদশীর উপবাস

---

* যথা—(১) শ্রীজীব গোস্বামিনো ব্যবস্থা—(ভাগ ৭।১৪।২০)

তিস্বেকাদশীতি—তত্রোপবাসাগ্রাহ্যঃ। বৈষ্ণবাণাং তত্র শ্রাদ্ধ-নিষেধাৎ; তথাহি ব্রহ্মযামলে—"শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশী দিনে" ইতি দীক্ষা সংকল্প নিষেধঃ। ইত্যাদি।

(২) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিনোঽপি—

সাত্রোপবাস নহ বিদ্ধৈকাদশ্যেব গ্রাহ্যা, তত্র শ্রাদ্ধানিষেধাৎ। যদুক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে— "যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশী দিনে। ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা চ প্রেরকঃ।" উপবাসানর্হায়াস্তস্যা অপ্রাপ্তৌ তু পরদিনে ইত্যাদি।

অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী তিথিতে অনুরাধাদি নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাতে শ্রাদ্ধবিধান হইল। ইহা উপবাসের অনর্হা (অযোগ্য) একাদশী ও দ্বাদশী অর্থাৎ যে একাদশী ও দ্বাদশীতে উপবাস না হইবে, অত্রতেই শ্রাদ্ধ করিবে। কেননা, উপবাস

(পাদটীকা)

দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেরক এই তিন জনেরই নরক প্রাপ্তি হয়। যদিও বা ঐ একাদশী বা দ্বাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে পর দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। যেহেতু উক্ত আছে যে—

একাদশ্যাং তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রো মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥ ইত্যাদি

নৃসিংহ পরিচর্য্যা ২য় পটলেও অনুরূপ উক্তি পরিদৃষ্ট হয়—

একাদশী শ্রাদ্ধস্তু খণ্ডতিথ্যভাবে দ্বাদশ্যামেব কুর্য্যাৎ।

অর্থাৎ একাদশী শ্রাদ্ধ খণ্ডতিথ্যভাবে অর্থাৎ ব্রতের অযোগ্য একাদশীর অভাবে দ্বাদশীতেই করিবে। ৩৩।

ন চাত্র কাললোপঃ শঙ্কিতব্যঃ। তদা দিবাভিসম্বন্ধাৎ
তদন্তগপকর্ষঃ স্যাদিত্যঙ্গাপকর্ষস্য ন্যায়সিদ্ধত্বাৎ। ৩৬

যেমন পূর্ণসম্বৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু সম্বৎসর মধ্যে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি করিবার আবশ্যক হইলে ঐ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে সপিণ্ডীকরণ করিয়া বৃদ্ধি অর্থাৎ গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত আয়ুষ্য কর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। এই স্থলে যথাবিহিত কালের পূর্ব্বকালে ঐ সপিণ্ডীকরণের কর্ত্তব্যত্ব হেতু তাহার নাম— অপকর্ষ ; কাল অঙ্গ মাত্র বলিয়া যথোক্ত-কালের হানিতে কার্য্য করিলেও কার্য্য সিদ্ধ হয় ; কারণ, অঙ্গের হানিতে অঙ্গীর হানি হয় না ; সেইরূপ এইস্থলেও একাদশীর শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে করিলে কালরূপ অঙ্গের হানিতে প্রধান (অঙ্গী) শ্রাদ্ধের হানি হয় না এবং কাললোপাশঙ্কাও আর থাকে না।

একাদশীতে না হইয়া দ্বাদশীতে হইবে; সুতরাং সেই দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া তৎপরদিনই (পারণ দিবসে) শ্রাদ্ধ করিবে।

হিন্দুসমাজ মাত্রই **শ্রাদ্ধবাদ** কথাটী শুনিয়াই হয়তঃ শিহরিয়া উঠিবেন। অতএব শ্রাদ্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা বোধ হয় একান্ত অসঙ্গত হইবে না।

শ্রাদ্ধং, (ক্লীব) শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকার্য্যং—ইত্যমরাদয়ঃ।
শ্রদ্ধয়া অন্নাদে র্দানং শ্রাদ্ধং—ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্বম্।
তত্তু দ্বাদশবিধম্, যথা বিশ্বামিত্র :—(শ্রাদ্ধবিবেক :— ৪২)

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডনং।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধ্যর্থমষ্টমং॥
কর্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতং।
যাত্রার্থৈকাদশং প্রোক্তং পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতম্॥

এতচ্চ ভবিষ্যপুরাণে বিবৃতং; যথা :—

১। অহন্যহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।
বৈশ্বদেববিহীনং তদশক্তাবুদকেন তু॥
২। একোদ্দিষ্টং তু যচ্ছ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে।
৩। কামায় তু হিতঃ কাম্যমভিপ্রেতার্থ সিদ্ধয়ে॥

ইত্যাদয় :—

অত্র বিষ্ণুস্মৃতৌ—নিত্য কাম্যতয়া দ্বৈবিধ্যং বক্ষ্যতে। অত্র নিত্য-পদং আবশ্যক রূপতয়া পার্ব্বণৈকোদ্দিষ্টয়োরপি পরিগ্রহার্থং। কাম্যপদমনাবশ্যকার্থং। ইতি শ্রাদ্ধ-বিবেকে (৪৭)।

অর্থাৎ শ্রাদ্ধ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, শাস্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা পিতৃকর্ম্ম,

ইতি অমরাদি অভিধান। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদির দানকে শ্রাদ্ধ কহে— ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্বে শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। শ্রাদ্ধবিবেকে শ্রীশূলপাণি ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন— শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার। যথা— বিশ্বামিত্র সংহিতায় (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি, (৫) সপিণ্ডন, (৬) পার্ব্বণ, (৭) গোষ্ঠী, (৮) শুদ্ধার্থ (৯) কর্ম্মাঙ্গ, (১০) দৈবিক, (১১) যাত্রার্থ, ও (১২) পুষ্ট্যর্থ। ভবিষ্যপুরাণে ইহাদের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে—

১। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহার নাম নিত্যশ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ বৈশ্বদেব-বিহীন এবং অশক্ত ব্যক্তি কেবল জল দ্বারাই করিবেন (অর্থাৎ তর্পণ মাত্র করিবেন)। কিন্তু গৌরেশ্বর বৈষ্ণব স্মার্ত্তেরা শক্তাশক্ত নির্ব্বিশেষে উদকের দ্বারাই (তর্পণমাত্রই) করিতে ব্যবস্থা করেন (ইতি সদাচারতত্ত্ব)।

২। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ কহে। ইহা পিত্রাদির উদ্ধারার্থ অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। যে শ্রাদ্ধ স্বর্গাদির কামনা করিয়া করা হয়, তাহার নাম— কাম্য শ্রাদ্ধ। ইত্যাদি—

এই দ্বাদশ প্রকার শ্রাদ্ধ মধ্যে বিষ্ণুস্মৃতি অবলম্বনে বলিতেছেন যে, শ্রাদ্ধ মাত্র দুই প্রকার— (১) নিত্য, [নিত্য, পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট (সপিণ্ডীকরণ সহিত)] (২) কাম্য। ইহাতে যে নিত্যপদের উল্লেখ আছে, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য মাত্র। কাম্য পদে অনাবশ্যকার্থ দ্যোতন করে। স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে "শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি ক্লিপ্ত বিধি-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধের নিত্যতা বলিয়া যে যে স্থলে উল্লেখ আছে, তাহাও কর্ত্তব্য মাত্র। অকরণে পুত্রাদির কিম্বা পিত্রাদির কোনও পাপ হয় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত নাই।

অতএব শ্রীহরিবাসর ও শ্রাদ্ধদিন অনেক ব্যবহিত। শ্রীহরিবাসর রক্ষা না করিলে বিষ্ণুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব একেবারেই নাশ হয়। তথাচ, বৈষ্ণবদর্পণে—

নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যস্তু স হি বৈষ্ণব উচ্যতে। ইত্যাদি।

কিন্তু পিত্রাদির আব্দৈকোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধ অকরণে কোনও পাপশ্রুতি নাই। কাজেই একাদশীতে যে শ্রাদ্ধের বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা উপবাসের অনর্হা একাদশীতে অর্থাৎ যে একাদশীতে উপবাস না হয়। যেহেতু শ্রাদ্ধের বিধি—একাদশী তিথিতে; আর শ্রাদ্ধের নিষেধ—হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশী কি দ্বাদশীর উপবাস দিনে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও লঘুহারীতের বচন উল্লেখ করিয়া এই মতেরই পোষণ করিয়াছেন; যথা—

শ্রাদ্ধবিঘ্নে সমুৎপন্নে মৃতাহেঽবিদিতে সতি।
একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ॥

অর্থাৎ শ্রাদ্ধের যদি বিঘ্ন হয় ও মৃতাহ জানা না থাকে, তবে সেই শ্রাদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে শেষ মুহূর্ত্ত রহিত একাদশীতে করিবেন। যেহেতু একাদশীর শেষমুহূর্ত্ত যেই দিনে থাকে, সেই দিনে উপবাস হয়। অতএব শ্রীপাদ রামভদ্র বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"উপবাসানর্হায়াং কৃষ্ণৈকাদশীতিথৌ।"

এইস্থলে বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরা "বিশেষতঃ" শব্দটীকে বৈশিষ্ট্যার্থে প্রয়োগ করিয়া শ্রাদ্ধের বিশেষণ করেন। কিন্তু তাহা হইলে শুক্লা-একাদশীতে বাধ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়। ইহাতেও তাঁহারা বলেন যে, সাধারণ শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতেও সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, কৃষ্ণৈকাদশীর প্রতিযোগিনী

অমাবস্যা নহে। বিশেষতঃ লঘুহারীতে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ-বিধায়ক কোনও কথাই নাই। কৃষ্ণৈকাদশীর প্রতিযোগিনী—শুক্লৈকাদশীই সর্ব্ববাদিসম্মত। এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণব-লক্ষণে লিখিয়াছেন—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথৈব সা।
তুল্যে তে মনুতে যস্তু স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥
(তত্ত্বসাগরে)

অতএব ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব—ইঁহাদের শ্রীএকাদশ্যুপবাসদিনে যে কোনও শ্রাদ্ধ করাই একান্ত অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে—

শ্রাদ্ধদিনং সমাসাদ্য উপবাসো যদা ভবেৎ।
তদা কৃত্বা তু বৈ শ্রাদ্ধং ভুক্তশেষন্তু যত্নবেৎ।
তৎ সর্ব্বং দক্ষিণে পাণৌ গৃহীত্বান্নং শিখিধ্বজ!
অবজিঘ্রেদননেনাথ ভবেচ্ছ্রাদ্ধং শিখিধ্বজ।
পিতৃণাং তৃপ্তিদং তাত ব্রতভঙ্গো ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ যদি উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া শ্রাদ্ধের শেষান্ন ভোজন না করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া ঘ্রাণ করিলেই শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হইবে। ইহা হইলে পিতৃলোকেরও তৃপ্তি হয়, আর ব্রতভঙ্গও হয় না।

এই যে ব্যবস্থাটী বলা হইল, ইহাতে **সামান্য "উপবাস"** লিখা থাকাতে ইহা জন্মবাসর উপবাস পর, হরিবাসর উপবাসে নহে বুঝিতে হইবে। কারণ, জন্মবাসরে অন্ন গর্হিত হয় না; আর যদি এই "উপবাস" শব্দে হরিবাসরও ধরিয়া

লওয়া হয়, তথাপি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ইহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন, যথা—(হ. ভ, বি, টীকা—১২।২৯)

তচ্চ বৈষ্ণবেতর বিষয়ং মন্তব্যং। বৈষ্ণব পিতৃণামপি শ্রীবিষ্ণু-দিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাহযোগাদিতি দিক্।

অর্থাৎ উপরোক্ত স্কান্দ-বচনের ব্যবস্থাটী **বৈষ্ণব-ব্যতিরিক্ত** অন্য ব্যক্তির জন্য। কারণ, বৈষ্ণব পিতৃগণের শ্রীহরিবাসরে শ্রাদ্ধ-গ্রহণের যোগ্যতা (সম্ভবই) নাই। "যাবৎ সম্ভব স্তাবদ্ বিধিঃ" এই ন্যায় অনুসারে অবৈষ্ণবে এই ব্যবস্থাটী লিখিত হইল। আর এই বিধিবাক্য দ্বারা রাগ-প্রাপ্ত উপবাস দিনেও যে শ্রাদ্ধ করা নিষেধ, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রাদ্ধ যদি সাধারণ উপবাসের ন্যায়ও নিত্য হইত (অর্থাৎ অকরণে পাপ শ্রুতি থাকিত) তবে ব্রতভঙ্গ ভয় হইত না।

সিদ্ধ দেহপ্রাপ্ত বৈষ্ণবেরা ত শ্রীহরিবাসরে অন্ন গ্রহণ করেনই না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীনন্দ-মহারাজ প্রভৃতিও একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত জাজল্যমান প্রমাণ দিতেছেন

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥
১০।২৮।১

অর্থাৎ শ্রীনন্দ-মহারাজ শ্রীএকাদশীর উপবাস করিয়া শ্রীনারায়ণের সম্যক্ অর্চ্চনাদি সমাপন-পূর্ব্বক দ্বাদশীতে যমুনা স্নান করিতেছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসী সকলেই শ্রীজনার্দ্দন (শ্রীবিষ্ণু) মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং শাস্ত্রানুগত পন্থাবলম্বনে ভজন করিতেন।

এই সম্বন্ধে আরও বহুল প্রমাণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে।

একাদশ্যাং যদা রাম। ইত্যাদি।

একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াম্। ইত্যাদি।

বাহুল্যহেতু আমরা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

এই সম্বন্ধে প্রতিবাদিগণ অপর একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন; যথা—

"অশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥"

এইরূপ একটী শ্রুতি কল্পনা করেন। উপরোক্ত যে সকল প্রমাণ উল্লিখিত হইল, তাহারা সকলেই পৌরাণিক। তাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতির (পুরাণের) বিরোধে শ্রুতিই গরীয়সী বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকেন! ইহা অতি হাস্যজনক ব্যবস্থা!! কোন্ ক্লিপ্ত শ্রুতি পুরাণ হইতে বলবতী—ইহা আলোচনা করিলেই বিস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে। পুরাণাদি অবলম্বন করিয়াই গণ শ্রুতি কল্পনা করেন, সুতরাং ক্লিপ্ত শ্রুতি কখনও পুরাণকে বা দিতে পারেনা। যথা—

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। ইতি ক্লিপ্ত শ্রুতিঃ।

আর—

দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধ বাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥
ইতি পুরাণ-বচনং।

এইস্থলে পুরাণেরই প্রাধান্য হেতু সায়ং সন্ধ্যা বাধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ একাদশী নিত্যা, শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক। ইহাতে বৈষ্ণব সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ কথা এই যে—শ্রাদ্ধ কর্ম্ম;

তাহাও আবার নৈমিত্তিক। হরিবাসর—ভক্তি, তাহাও মহানিত্য; যেহেতু অকরণে দ্বিজত্ব ও বৈষ্ণবত্বের হানি হয়। বিষ্ণুযামলে উক্ত হইয়াছে—

বিষ্ণু-ভক্ত্যবিরোধেন নিত্য নৈমিত্তিকী ক্রিয়া ॥

(হ, ভ, বি, ২।১০৩)

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তির অবিরোধী নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবেন—কিন্তু বিষ্ণুভক্তির বিরোধ ঘটিলে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কখনও করা উচিত নহে। একাদশীর উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধ হওয়ায় সেই নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধলোপের কোনও আশঙ্কা নাই, যেহেতু সেই দিনে না হইয়া তৎপর দিনে হইবে। আর বাধিত শ্রাদ্ধ অমাবস্যা কি উপবাসের অযোগ্যা কৃষ্ণা একাদশীতে করিবার বিধান আছে। কিন্তু বাধ জন্য কোনও প্রায়শ্চিত্ত বিধান না হওয়ায় কোনও পাপ ক্ষতিও নাই। এই সমস্ত বিষয় প্রতিবাদি মহাশয়েরা একটু মনোনিবেশ করিয়া অবধারণ করিলেই সুমীমাংসায় পৌঁছিতে পারিবেন।

আর একটী কথাও এখানে উল্লেখ করিতেছি। মহ নিপাতের দিন হইতে সম্বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অক্ষ ভোজনাদি এবং বৈষ্ণবাচার (একাদশীর উপবাসাদি) হইবে। শাস্ত্রে ইহার পরিষ্কার বিধি আছে; যথা—

মহাগুরুনিপাতে চ কাম্যং কিঞ্চিন্নচাচরেৎ।
আর্ত্বিজ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ ॥
অন্য-শ্রাদ্ধং পরান্নঞ্চ গন্ধং মাল্যঞ্চ মৈথুনম্।
বর্জ্জয়েদ্ গুরুপাতে চ যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ ॥ ইত্যাদি

(শুদ্ধিতত্ত্বম্)

মোট কথা—মহাগুরুনিপাতের দিন হইতে বৎসরেক কাল ব্রহ্মচর্য্য (অক্ষারলবণ ভোজনাদি) ও একাদশ্যুপবাসাদি করিবে। ইহার সদাচারও দৃষ্ট হয়—হিন্দুমাত্রই এবম্বিধ আচার করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিকে আমাদের গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী কোন এক অপরিজ্ঞাততত্ত্ব গোস্বামিপাদ "লঘুহারীতের" একটী বচন উল্লেখ করিয়া আমিষ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন !! যথা—

সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
পক্কান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥

অর্থাৎ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট হইতে সপিণ্ডীকরণ যাবৎ ষোড়শ শ্রাদ্ধের নাম—প্রেতশ্রাদ্ধ। ইহা আমিষযুক্ত পক্কান্নের দ্বারাই করিবেন ! কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বচন ও সদাচারের সহিত বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। কেননা, পূর্ব্বোক্ত বচনে সম্বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্যান্ন করিবে অর্থাৎ মৎস্য মাংসাদি আমিষ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে আর এই বচনে বিধান হইল—আমিষযুক্ত অন্নের দ্বারা শ্রাদ্ধষোড়শটীর সম্পাদন ! এক্ষণে ইহার **মীমাংসা** করা ক—আমিষ শ্রাদ্ধটী কলির ইতর (অন্যান্য যুগে ঐ ব্যবস্থা ছিল—কলিতে নহে)। বর্ত্তমান আবতারিক কলিযুগে ইহার নিষেধ শ্রুতিও রহিয়াছে। যথা—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং **পল-পৈত্রিকং**।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জিতম্।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—কৃষ্ণজন্ম খণ্ড)

অর্থাৎ—

(১) অশ্বমেধ—"অশ্ব" শব্দটী উপলক্ষণে—অশ্বমেধ-গোমেধ, ছাগমেধ, নরমেধ ইত্যাদি যে কোন জীব হত্যা করিয়া যজ্ঞ ;—

(২) গবালম্ভন — গো-বধ করা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অতিথির সংকার জন্ত গোবধ করার নিয়ম ছিল। অতএব পাণিনি "গোঘ্ন"পদে "অতিথি" বুঝায় বলিয়া সাধন করিয়াছেন। *

(৩) সন্ন্যাস—

(৪) **পল-পৈত্রিকং**—"পল" শব্দের অর্থ আমিষ। পৈত্রিকং শব্দে পিতৃশ্রাদ্ধাদি বুঝায়। পলেন পৈত্রিকং অর্থাৎ আমিষযুক্ত অন্নদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ।

(৫) দেবরেণ সুতোৎপত্তি—"দেবর" শব্দটীও উপ-লক্ষণে। স্বামী ভিন্ন অন্ত পুরুষদ্বারা সন্তানোৎপাদন অর্থাৎ ক্ষেত্রজ সন্তান।

এই প্রথা-পঞ্চক সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে বর্ত্তমান ছি কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে তাহা রহিত হইয়াছে। অতএব যে

---

* এই যুগে গোহত্যা কেন, গো অঙ্গ দগ্ধ করা, শৃঙ্গ ভঙ্গ করা, লাঙ্গুল ছেদন করা ইত্যাদিতেও প্রায়শ্চিত্তের বিধি পরিষ্কার লিখিত আছে। অতএব বৃষোৎসর্গে গো-শরীরে তপ্তলৌহ দ্বারা চক্র ও ত্রিশূল ইত্যাদি অঙ্কিত করাতে নিশ্চয়ই অপরাধ হয় স্বীকার করিতে হইবে। (চৈঃ চঃ আঃ ১৭ দ্রষ্টব্য)

লঘুহারীতের বচনটী কলিযুগের ইতর (ভিন্ন)—এই ভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া উপায় নাই। *

আর একটী প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়া আমরা গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি। আজকাল সচরাচর দেখা যায় যে, বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে ভোজন করিতে অনিচ্ছুক হন। ইহার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে ত আর মহা-প্রসাদ ব্যতিরেকে পিণ্ড-প্রদান চলেনা। বিশেষতঃ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী হরিভক্তি-বিলাসে—(৯—৯৭।৮) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন করেন না—তাহা শ্রাদ্ধপদ-বাচ্যই নহে। যথা—

অথ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন মাহাত্ম্যং—

স্কান্দে— যস্ত বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং ইত্যাদি—

টীকা চ—এবং **শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণব-ভোজনাৎ,** বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিত ভোজন নির্দ্ধারাৎ ভগবন্নিবেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকম্—ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৯৮॥

অর্থাৎ বিদ্যাবিহীন বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্গণকে শ্রাদ্ধ দান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

---

* বিশেষতঃ "আমিষ" শব্দে 'পলল' ব্যতিরেকে লোভনীয় বস্তুও বুঝাইয়া থাকে। ভোগ্যবস্তু, সংভোগঃ, উৎকোচঃ ইতি মেদিনীকারঃ (শব্দকল্পদ্রুমঃ)। কাজেই পিতৃলোকের অভীষ্ট বস্তু দ্বারাই (জীবদ্দশায় যে বস্তু ভালবাসিতেন, সেই বস্তু যোগে) শ্রাদ্ধাদি করিলে তাঁহাদের তৃপ্তিকারক হইয়া থাকে। এবং এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে কোনও আপত্তির কারণ থাকে না।

বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধে গ্রাস পরিমিত অন্ন ভোজন করিলে এবং গণ্ডূষ প্রমাণ জল পান করিলেই সেই অন্ন সুমেরু সদৃশ হয় এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুরাণে—শঙ্খচিহ্নে বিভূষিতাঙ্গ বিপ্র যে ব্যক্তির গৃহে ভোজন করেন, হরি স্বয়ং পিতৃগণ সহ সেই গৃহে তদন্ন সেবন করিয়া থাকেন ॥৯৭॥

স্মৃতিতে শাতাতপ বলিয়াছেন—অমৃত সুরা পাত্রস্থ হইলে যেরূপ আশু ক্রিয়ার অনুপযুক্ত হইয়া উঠে, বৈষ্ণবহীন শ্রাদ্ধও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুরহস্যে লিখিত আছে—প্রমাদবশে বৈষ্ণবজনকে অবৈষ্ণব পংক্তিতে প্রবেশিত করিলে সেই পংক্তিভেদী অধমকে দারুণ নিরয়ে নিমগ্ন হইতে হয় ॥৯৮॥ শ্রীপাদ সনাতন টীকাতে আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে অবশ্যই বৈষ্ণব ভোজন করাইতে হইবে, আর বৈষ্ণবও ভগবন্নিবেদিত প্রসাদই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কাজেই প্রসাদী অন্নাদি দ্বারাই শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। বৈ শাস্ত্রানুসারেই আমাদের পরম পূজনীয় বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি বৈ জন আদর্শ শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকেই পিতৃশ্রা অন্নাদি ভোজন করাইয়াছিলেন—ইহা ত সকলেই জানেন। তখন বৈষ্ণব শ্রাদ্ধবাসরে বৈষ্ণব-ভোজন যখন একান্তই অভিপ্রেত, তখন বৈষ্ণব বাবাজিগণ একটু প্রণিধান করিবেন বলিয়া আশা করি।

ইতি